USAID
আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

হিমছড়ি জাতীয় উদ্যান

(২০১০-২০১৫)

হিমছড়ি জাতীয় উদ্যান সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি
বাহারছড়া, কক্সবাজার

বন অধিদপ্তর

Department of Environment

সূচিপত্র

পার্ট - ১ ঃ বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা ঃ প্রাপ্ত তথ্যাদি এবং ইস্যুসমূহ			
ক্রমিক নং	**বিষয় বস্তু**	**ঃ**	**পৃষ্ঠা নং**
১.০	ভূমিকা	ঃ	২
১.১	অবস্থান এবং গঠন	ঃ	২
	চিত্র ১ঃ আইপ্যাকের আওতাধীন রক্ষিত এলাকাসমূহ	ঃ	৩
	চিত্র ২ঃ হিমছড়ি জাতীয় উদ্যানের মানচিত্র	ঃ	৪
	চিত্র ৩ ঃ হিমছড়ি জাতীয় উদ্যানের ল্যান্ডস্কেপ এলাকার মানচিত্র	ঃ	৫
১.২	পরিকল্পনার উদ্দেশ্য	ঃ	৬-৭
২.০	জীববৈচিত্র্য সংরক্ষনের বৈশিষ্ট্যসমূহ	ঃ	৭
২.১	জীববৈচিত্র্যের গুর ত্ব	ঃ	৭
২.২	জীববৈচিত্র্য সংরক্ষনের উপকারিতা	ঃ	৭-৮
২.৩	বন্যপ্রানী সংরক্ষন	ঃ	৮
২.৪	বনাঞ্চলের সীমারেখা	ঃ	৮
২.৫	বনাঞ্চলের জীব-ভৌত অবস্থা	ঃ	৯
৩.০	জীববৈচিত্র্য এবং আবাসস্থল	ঃ	৯
৩.১	প্রতিবেশ/বাস্তুতন্ত্র (উদ্ভিদ ও প্রানীকূলের সহিত পরিবেশের সম্পর্ক) বিশেণ্ডষন	ঃ	৯
৩.১.১	বনাঞ্চল ভিত্তিক পন্য	ঃ	৯
৩.২	জীববৈচিত্র্যের ব্যবহার	ঃ	১০
৪.০	জীববৈচিত্র্যের ব্যবস্থাপনার জন্য গৃহীত বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা	ঃ	১০
৪.১	বনাঞ্চল ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি সমূহ ঃ	ঃ	১০
৪.২	বন্যপ্রানী ব্যবস্থাপনা	ঃ	১০-১১
৪.৩	জীববৈচিত্র্যের আবাসস্থল রক্ষনাবেক্ষন এবং পুনর দ্ধার	ঃ	১১
৪.৪	পরিবেশ বান্ধব পর্যটন	ঃ	১১
৪.৫	বনাঞ্চল ভিত্তিক উৎপাদিত পন্য ব্যবস্থাপনা	ঃ	১১-১২
৪.৬	অংশগ্রহনমূলক মনিটরিং	ঃ	১২
৪.৭	প্রাতিষ্ঠানিক এবং সু-শাসন সম্পর্কিত ইস্যু সমুহ	ঃ	১২
৫.০	ল্যান্ডস্কেপ এলাকার বর্তমান অবস্থা	ঃ	১২
৫.১	ল্যান্ডস্কেপ এ্যাপ্রোচ	ঃ	১২
৫.২	রক্ষিত এলাকা সংলগ্ন ল্যান্ডস্কেপ এলাকা	ঃ	১৩
৫.৩	বর্তমান ল্যান্ডস্কেপ এলাকার গ্রাম বা পাড়া	ঃ	১৩
৫.৪	ভূমি ব্যবহার এর বর্তমান অবস্থা	ঃ	১৩
৫.৫	ষ্টেকহোল্ডার বিশেণ্ডষণ	ঃ	১৪
৫.৬	কৃষি জমি এবং বসতভিটার ব্যবহার	ঃ	১৪
৫.৭	বনভূমির অবৈধদখল	ঃ	১৪
পার্ট - ২ ঃ রক্ষিত এলাকার সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্ড়বায়নে কৌশলগত সুপারিশ সমূহ			
১.০	রক্ষিত এলাকার সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা	ঃ	১৬
১.১	উদ্দেশ্য	ঃ	১৬

১.২	সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি	ঃ	১৭
১.২.১	সহ-ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য সমূহ	ঃ	১৭
১.২.২	সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন সমূহ	ঃ	১৭-১৮
১.২.৩	সুবিধা সমূহের বন্টন	ঃ	১৮
১.২.৪	ল্যান্ডস্কেপ উন্নয়ন তহবিল/এনডোমেন্ট ফান্ড/ঘূর্ণায়মান তহবিল	ঃ	১৮
২.০	আবাসস্থল পূনর"দ্ধার কর্মসূচি	ঃ	১৯
২.১	উদ্দেশ্যসমূহ	ঃ	১৯
২.২	বর্তমান বনাঞ্চল এবং তদসংলগ্ন ল্যান্ডস্কেপ ম্যাপ হালনাগাদ করন	ঃ	১৯
২.৩	সীমানা চিহ্নিতকরন	ঃ	১৯
২.৪	অবৈধভাবে গাছ কাটা/বনে আগুন দেয়া/বিল সেচা/পশু চরানো নিয়ন্ত্রন করা	ঃ	১৯
৩.০	ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম	ঃ	২০
৩.১	উদ্দেশ্য	ঃ	২০
৩.২	তদসংলগ্ন ল্যান্ডস্কেপ এলাকা ব্যবস্থাপনা	ঃ	২০
৩.৩	রক্ষিত এলাকার মুল অংশ (কোর জোন) ব্যবস্থাপনা	ঃ	২০
৩.৩.১	আবাসস্থল উন্নয়ন কার্যক্রম	ঃ	২০
৩.২.১.১	এনরিচমেন্ট পণ্ডান্টেশন	ঃ	২০
৩.৩.১.২	ঘাস জমির উন্নয়ন	ঃ	২০
৩.৩.১.৩	জলাশয় রক্ষনাবেক্ষন	ঃ	২০
৩.৩.১.৪	বিশেষ ধরনের আবাসস্থল রক্ষনাবেক্ষন	ঃ	২০-২১
৩.৩.১.৫	ওয়াটারশেড ব্যবস্থাপনা	ঃ	২১
৩.৩.২	পরিবেশ বান্ধব কর্মকান্ড পুনর"দ্ধার	ঃ	২১
৩.৩.২.১	রক্ষিত বনাঞ্চল সংরক্ষনের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষন কর্মসূচী গ্রহন ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন	ঃ	২১
৩.৩.২.২	তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপকরণ	ঃ	২১
৩.৪	কোর অঞ্চল সংলগ্ন এলাকা	ঃ	২১
৩.৪.১	বাফার অঞ্চল	ঃ	২১
৩.৪.২	ল্যান্ডস্কেপ অঞ্চল	ঃ	২১
৪.০	জীবীকায়ন এবং ভ্যালু চেইন কর্মসূচী	ঃ	২২
৪.১	উদ্দেশ্য	ঃ	২২
৪.২	ভেলু চেইন এবং কনর্জারভেশন এন্টারপ্রাইজ	ঃ	২২
৪.২.১	কৃষি এবং হর্টিকালচার ফসল	ঃ	২২
৪.২.১.১	সমন্বিত বসতভিটা খামার ব্যবস্থাপনা	ঃ	২২
৪.২.১.২	উচ্চফলনশীল ফসলের চাষাবাদ	ঃ	২২
৪.২.১.৩	ভিলেজ নার্সারী	ঃ	২২
৪.২.১.৪	হর্টিকালচার এগ্রো ফরেষ্টী	ঃ	২২
৪.২.১.৫	মৎস চাষ	ঃ	২২
৪.২.২	বাঁশ সম্পদ উন্নয়ন	ঃ	২২
৪.২.৩	হস্ড়শিল্প এবং তাঁতশিল্প	ঃ	২২
৪.২.৪	উন্নত চুলা	ঃ	২৩
৫.০	ফেসেলিটিস (অবকাঠামো মূলক) উন্নয়ন কর্মসূচী	ঃ	২৩

৫.১	উদ্দেশ্য সমূহ	ঃ	২৩
৫.২	সুবিধাদি	ঃ	২৩
৫.৩	বনে রাস্ড়া/ট্রেইল নির্মান ও সংস্কার	ঃ	২৩
৬.০	দর্শনাথীর ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি	ঃ	২৩
৬.১	উদ্দেশ্য সমূহ	ঃ	২৩
৬.২	পরিবেশ বান্ধব পর্যটন	ঃ	২৩
৬.২.১	পরিবেশ বান্ধব পর্যটন এলাকা চিহ্নিতকরন	ঃ	২৩
৬.২.২	সুবিধাদির উন্নয়ন	ঃ	২৪
৬.২.২.১	প্রবেশ ফি	ঃ	২৪
৬.২.২.২	প্রকৃতি এবং হাইকিং ট্রেইল	ঃ	২৪
৬.২.২.৩	পিকনিকের জন্য সুবিধাদি	ঃ	২৪
৬.২.২.৪	কমিউনিটি ভিত্তিক পরিবেশ বান্ধব পর্যটন	ঃ	২৪
৬.২.২.৫	পরিবেশ বান্ধব পর্যটন নিয়ন্ত্রন	ঃ	২৪
৬.৩	সংরক্ষন বিষয়ক শিক্ষা ও সচেতনতা	ঃ	২৪
৬.৩.১	পর্যটন শিক্ষার জন্য ইন্টারপ্রিটেটিভ মাধ্যম	ঃ	২৪
৬.৩.২	পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষা	ঃ	২৪
৭.০	কমিউনিটি মনিটরিং সক্ষমতা বৃদ্ধিকরন কর্মসূচী	ঃ	২৫
৭.১	উদ্দেশ্য সমূহ	ঃ	২৫
৭.২	অংশগ্রহন মূলক মনিটরিং	ঃ	২৫
৭.৩	প্রশিক্ষন	ঃ	২৫
৮.০	প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন কর্মসূচী	ঃ	২৫
৮.১	উদ্দেশ্যসমূহ	ঃ	২৫
৮.২	স্টাফিং	ঃ	২৫
৮.৩	দায়িত্ব ও কর্তব্য সমূহ	ঃ	২৫
৯.০	বাজেট	ঃ	২৬
৯.১	প্রয়োজনীয় ইনপুট এবং নির্দেশক বাজেট প্রাক্কলন	ঃ	২৬
৯.২	বাজেট পরিবর্তন/পরিমার্জন	ঃ	২৬
১০.০	সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলোর ধারাবাহিকতার বজায় রক্ষার কৌশল	ঃ	২৬
১০.১	আইপ্যাকের আওতাধীন রক্ষিত এলাকা ভিত্তিক ধারাবাহিকতার কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ন	ঃ	২৬
১০.২	ধারাবাহিকতার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন	ঃ	২৬-২৭
১০.৩	দীর্ঘমেয়াদী এবং সম্মনিত আর্থিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা	ঃ	২৭
১০.৪	‘নিসর্গ নেটওয়ার্কের’ পলিসি এবং আইনগত সমর্থন নিশ্চিতকরন	ঃ	২৭
১০.৫	মত বিনিময়ের মাধ্যমে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলির মধ্যে নেটওয়ার্ক স্থাপন	ঃ	২৮
১১.০	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং অভিযোজন পরিকল্পনা	ঃ	২৮
১১.১	জলবায়ু পরিবর্তন	ঃ	২৮
১১.২	জলবায়ু পরিবর্তনের কারণসমূহ	ঃ	২৮
১১.৩	হিমছড়ি জাতীয় উদ্যান এবং এর ল্যান্ডস্কেপে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবসমূহ	ঃ	২৮
১১.৩.১	সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি	ঃ	২৮
১১.৩.২	অতি বৃষ্টিপাত	ঃ	২৮

১১.৩.৩	নদীর ক্ষীণ প্রবাহ	ঃ	২৯
১১.৩.৪	আকস্মিক বন্যা	ঃ	২৯
১১.৩.৫	খরার প্রকোপ	ঃ	২৯
১১.৩.৬	ঝড় ঝঞ্ঝা	ঃ	২৯
১১.৩.৭	নদীতীর ও মোহনায় ভাঙ্গন ও ভূমি গঠন	ঃ	২৯
১১.৪	জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াতে হিমছড়ি জাতীয় উদ্যানের জন্য করণীয় অভিযোজন সমূহ	ঃ	২৯
১১.৪.১	সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি/ঝড় ঝঞ্ঝা/আকস্মিক বন্যা/অতি বৃষ্টিপাত জনিত কৃষি ঝুঁকির অভিযোজন	ঃ	২৯-৩০
১১.৪.২	পানির ঝুঁকির অভিযোজন	ঃ	৩০
১১.৪.৩	স্বাস্থ্য ঝুঁকির অভিযোজন	ঃ	৩০
১১.৪.৪	উন্নয়ন ঝুঁকির অভিযোজন	ঃ	৩০
১১.৪.৫	খরা ঝুঁকির অভিযোজন	ঃ	৩০
১১.৫	অভিযোজনের সম্ভাব্য উপায়সমূহ	ঃ	৩১
১১.৬	স্থানীয় জনগন কর্তৃক সনাক্তকৃত হিমছড়ি জাতীয় উদ্যান এবং এর ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তনজতিন ক্ষয়ক্ষতি এবং সম্ভাব্য অভিযোজন পরিকল্পনা	ঃ	৩১-৫
	পঞ্চ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (সম্ভাব্য)	ঃ	৩৬-৪৩

পার্ট - ১

বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা ঃ প্রাপ্ত তথ্যাদি এবং ইস্যুসমূহ

১.০ ভূমিকা

পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত: কক্সবাজার ঘেঁষে কক্সবাজার জেলার সদর ও রামু উপজেলার অন্তর্ভূক্ত ঝিলংজা, কক্সবাজার পৌরসভার অংশ বিশেষ, দক্ষিণ মিঠাইছড়ি, এবং খুনিয়াপালং ইউনিয়নের ১,৭২৯ হেক্টর সংরক্ষিত বনভূমি নিয়ে হিমছড়ি জাতীয় উদ্যান গঠিত। বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) (সংশোধিত) আইন, ১৯৭৪ অনুযায়ী গেজেট নোটিফিকেশন নং এক্র এক্র/ফর-৬৩/৭৯/৮৯ সেকশন ২৩, তারিখ ১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৮০ মূলে ঝিলংজা, দক্ষিণ মিঠাইছড়ি ও পেচারদ্বীপ মৌজা নিয়ে 'হিমছড়ি জাতীয় উদ্যান' গঠন করা হয়। হিমছড়ি জাতীয় উদ্যানের কোর জোন ১,৭২৯ হেক্টরের বাইরে বাফার এলাকার পরিমাণ প্রায় ১৩০ হেক্টর আর ল্যান্ডস্কেপ এলাকার আয়তন হবে আনুমানিক ৭০০ হেক্টর। উলে- খ্য যে এর কোর জোনের দক্ষিণে ইনানী জাতীয় উদ্যান (প্রস্তাবিত) অবস্থিত এবং পশ্চিমে প্রায় কোর জোন সংলগ্ন বঙ্গোপসাগরের বেলাভূমি অবস্থিত বিধায় উক্ত রক্ষিত এলাকার উত্তর ও পূর্ব দিকের ল্যান্ডস্কেপ এলাকাকে ল্যান্ডস্কেপ এলাকার আয়তন ভূক্ত বলে চিহ্নিত করা হয়। প্রাকৃতিক সম্পদের দিক থেকে হিমছড়ি জাতীয় উদ্যান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন। এ অঞ্চলে প্রায় ১৩০ প্রজাতির উদ্ভিদ, ১২ প্রজাতির উভচর প্রানী, ১৯ প্রজাতির সরীসৃপ, ৩৮৯ প্রজাতির পাখি এবং ৩৫ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী রয়েছে। হিমছড়ি জাতীয় উদ্যানের প্রধান প্রধান উদ্ভিদ গুলোর মধ্যে অর্জুন, বহেরা, বাজনা, পিতরাজ, পিটালী, বৈলাম, নাগেশর, চিকরাশী, চম্পাফুল, গর্জন, রিটকি, হিজক, উদল, উরিয়াম, লোহাকাঠ, চাপালিশ, বাটনা, জাম, জারুল, বেনা, কামদেব, গোদা, প্রভৃতি প্রধান। প্রাণী প্রজাতির মধ্যে হাতি, হরিণ, উল-ুক, বনশুকর, শিয়াল, বনরুই, বানর, মুখপোড়া হনুমান, মেছোবাঘ, মায়া হরিণ, বনমোরগ, শালিক, ধনেশ ও অজগর উলে- খযোগ্য। অত্যধিক পর্যটক ও জনসংখ্যার চাপে, এবং অপরিকল্পিত ভাবে বনজ সম্পদ আহরণের ফলে প্রাকৃতিক সম্পদ অর্থাৎ উদ্ভিদ ও বন্যপ্রাণী মারাত্নক হুমকির সম্মুখীন। এই অবস্থায় হিমছড়ি জাতীয় উদ্যানের উদ্ভিদ ও বন্যপ্রাণী তথা জীববৈচিত্র্য সংরক্ষন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে সহ-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এর ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে। যার মূল লক্ষ্য হল জীববৈচিত্র্য সংরক্ষনের সাথে সাথে পার্শ্ববর্তী বন নির্ভরশীল জনসাধারনের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন। এছাড়া সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা হাতে কলমে প্রনয়ন এবং বাস্তবায়ন সর্ম্পকে পারদর্শী করে তোলাও এর অন্যতম লক্ষ্য।

যাইহোক হিমছড়ি জাতীয় উদ্যানের জন্য গঠিত সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের স্বল্প মেয়াদী (তিন দিন) প্রশিক্ষনের মাধ্যমে প্রনীত এই সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, যা আইপ্যাক প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কর্মী (Performance Monitoring and Applied Research Associate) এর সার্বিক সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করেছেন। এই সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা হিমছড়ি জাতীয় উদ্যানের ব্যবস্থাপনা এবং উন্নয়নের দিক নির্দেশনা হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।

১.১ অবস্থান এবং গঠন

হিমছড়ি জাতীয় উদ্যান কক্সবাজার শহরের উপকণ্ঠে লাইটহাউস পাড়া হতে শুরু করে দক্ষিণে রেজুখাল পর্যন্ত ১৭ কিলোমিটার ব্যাপী বিস্তৃত। **চৌহদ্দি ঃ** হিমছড়ি জাতীয় উদ্যানের

- উওরে লাইট হাউস ও বিজিবি ক্যাম্প,
- পূর্বে টেকনাফ-কক্সবাজার মহাসড়ক ও চায়েন্দা বনবীট,
- দক্ষিণে রেজুখাল, এবং
- পশ্চিমে কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিনড্রাইভ সড়ক ও বঙ্গোপসাগর।

কক্সবাজার দক্ষিন বনবিভাগের অধীন কক্সবাজার রেঞ্জ এর ৫টি বন বীট ঝিলংজা, লিংকরোড, চায়েন্দা, হিমছড়ি এবং কলাতলী নিয়ে হিমছড়ি জাতীয় উদ্যান গঠিত যার অবস্থান কক্সবাজার পর্যটন শহর সংলগ্ন।

এখানে চিরহরিৎ ও মিশ্র চিরহরিৎ পাহাড়ী বনভূমি বিদ্যমান। মাটি প্রধানতঃ কর্দমাক্ত হতে কর্দমাক্ত দো-আঁশ এবং পাহাড়ে দো-আঁশ মাটি। বেশ কিছু পাহাড়ী ছড়া পূর্ব ও পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়ে কোন কোনটা রেজুখালে আবার কোন কোনটা সরাসরি বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে।

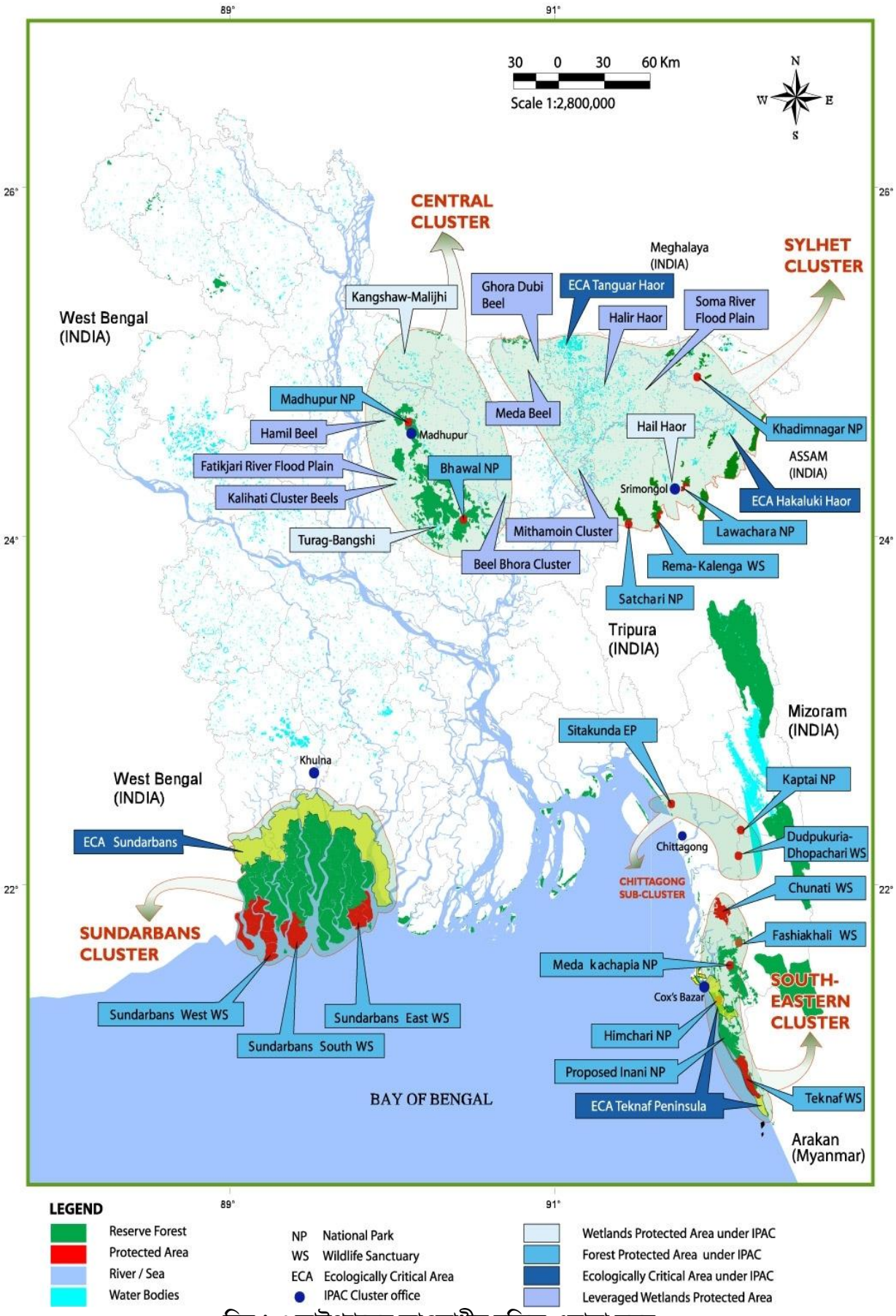

চিত্র ১ ঃ আইপ্যাকের আওতাধীন রক্ষিত এলাকা সমূহ

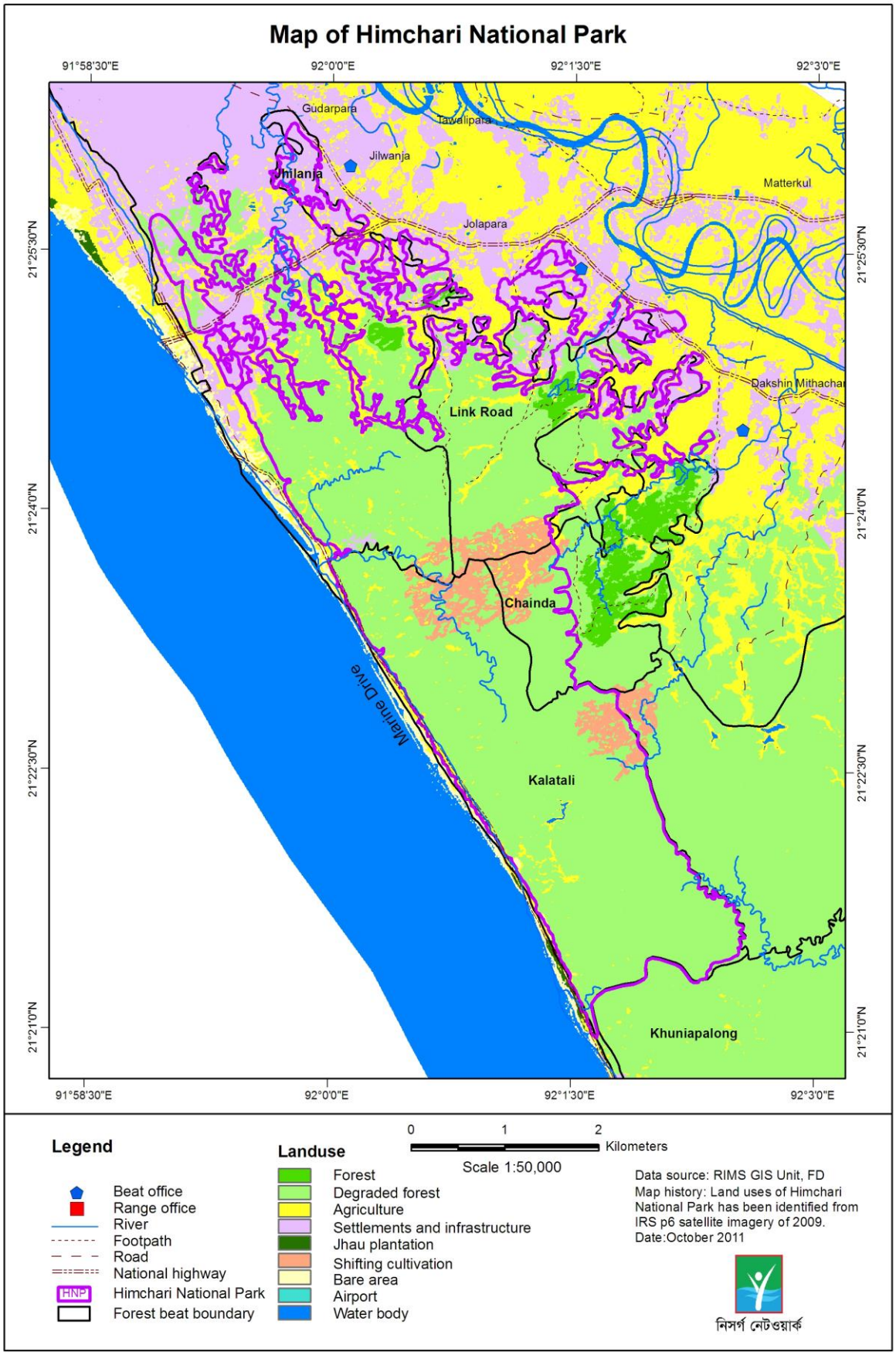

চিত্র ২ ঃ হিমছড়ি জাতীয় উদ্যানের ম্যাপ

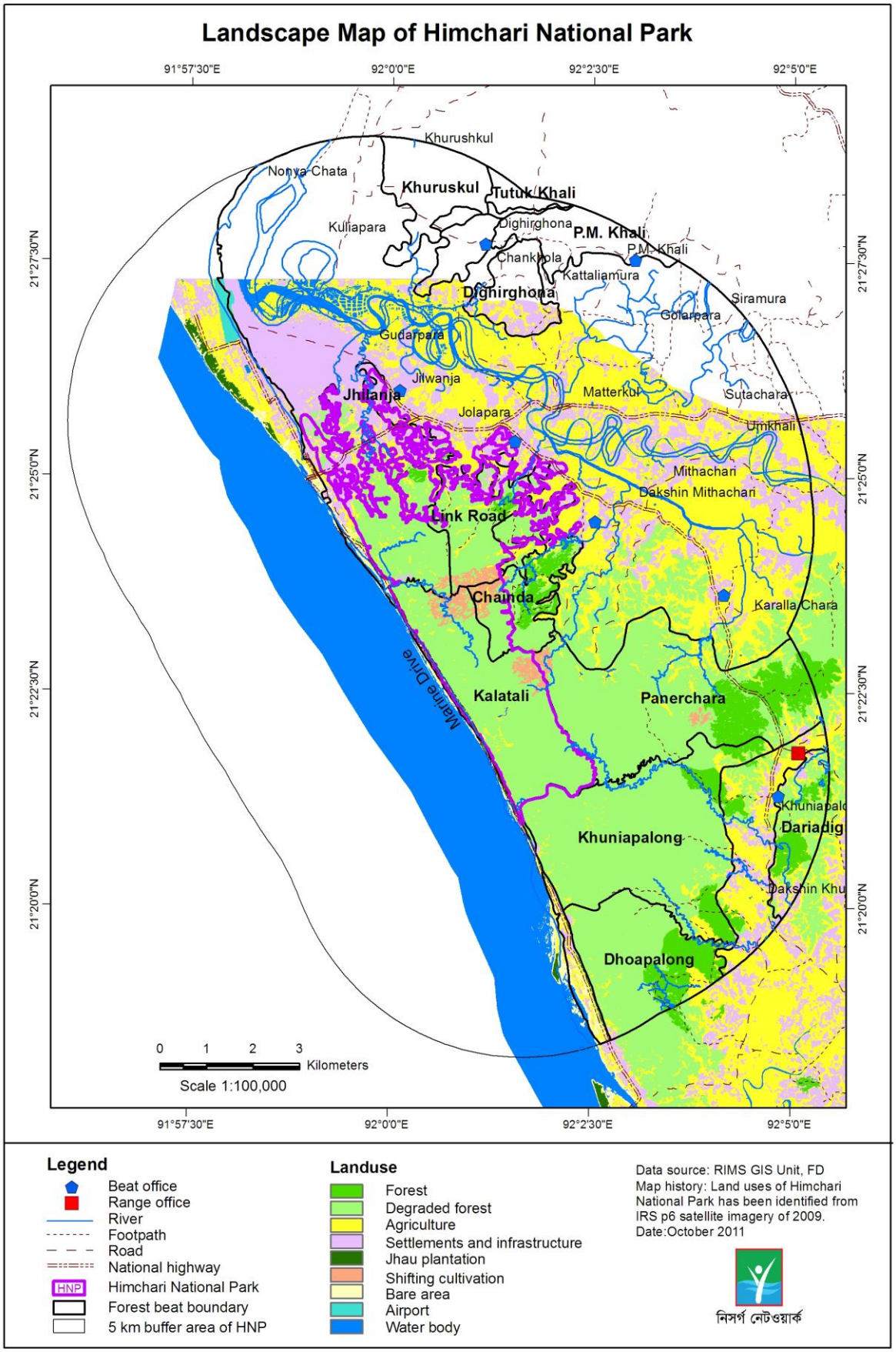

চিত্র ৩ ঃ হিমছড়ি জাতীয় উদ্যানের ল্যান্ডস্কেপ ম্যাপ

১.২ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য

- **জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ:** প্রাকৃতিক সম্পদের দিক থেকে হিমছড়ি জাতীয় উদ্যান অত্যন্ড় গুর"ত্বপূর্ন। এ অঞ্চলে প্রায় ১৩০ প্রজাতির উদ্ভিদ, ১২ প্রজাতির উভচর, ১৯ প্রজাতির সরীসৃপ, ৩৮৯ প্রজাতির পাখি এবং ৩৫ প্রজাতির স্ড়ন্যপায়ী প্রাণী রয়েছে। হিমছড়ি জাতীয় উদ্যানের প্রধান প্রধান উদ্ভিদ গুলোর মধ্যে অর্জুন, আমলকি, বহেরা, পিতরাজ, বৈলাম, নাগেশর, চিকরাশী, চম্পাফুল, চালতা, শিলকরই, ডাকিজাম, জাম, গর্জন, উরিয়াম, লোহাকাঠ, চাপালিশ, বাটনা, জার"ল, উলেণ্ঢখযোগ্য। প্রাণী প্রজাতির মধ্যে হাতি, হরিণ, উল-ুক, বনশুকর, শিয়াল, বনর"ই, বানর, মুখপোড়া হনুমান, মেছোবাঘ, মায়া হরিণ, পেঁচা, টিয়া, বনমোরগ, শালিক, ধনেশ ও অজগর উলে- খযোগ্য। অত্যধিক জনসংখ্যার চাপে এবং অপরিকল্পিত বনজ সম্পদ আহরণের ফলে প্রাকৃতিক সম্পদ অর্থাৎ উদ্ভিদ ও বন্যপ্রাণী মারাত্নক হুমকির সম্মুখীন। তাই এ জাতীয় উদ্যানের উদ্ভিদ ও প্রাণী একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে সংরক্ষণ করা অত্যন্ড় জর"রী।

- **ল্যান্ডস্ক্যাপের উন্নয়ন :** হিমছড়ি জাতীয় উদ্যানের ল্যান্ডস্কেপে বসবাসকারী জনগন বনের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল। তাই ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় বসবাসকারী জনগণের বন নির্ভলশীলতা কমানোর জন্য এ এলাকায় প্রাকৃতিক সম্পদের সম্প্রসারণ এবং জনগণের বিকল্প কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা না গেলে বিদ্যমান প্রাকৃতিক সম্পদ সহ জীববৈচিত্র্য কোন অবস্থাতেই রক্ষা করা সম্ভব হবে না। কাজেই এ ব্যাপারে সুনিদিষ্ট পরিকল্পনা থাকা আবশ্যক।

- **ইকো-টুরিজম সম্প্রসারণ:** পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত এ এলাকার অন্যতম আকর্ষণ। এছাড়া রয়েছে কক্সবাজার হতে টেকনাফ পর্যন্ড় মেরিন ড্রাইভ, রেজু খালের মোহনা, হিমছড়ি বড় ঝর্ণা, কলাতলী-বড়ছড়া পর্যটন স্পট (দরিয়া নগর), কক্সবাজার শহরের বার্মিজ মার্কেট, বিভিন্ন হোটেল-মোটেল-রিসোর্ট, সমুদ্র উপকূলের ঝাউ বাগান, প্রভৃতি উলে- খযোগ্য। এখানে ইকো-টুরিজমের জন্য আরো বেশ কিছু আকর্ষণীয় উপাদান রয়েছে যথা: রাখানই পল-ী, পুরোনো বৌদ্ধ মন্দির, রাখাইনদের জীবণ ধারা, হাতী, উল-ুক, বানর, মুখপোড়া হনুমান, কাঠ, ময়ূর, মথুরা, ধনেশ প্রভৃতির উলে- খযোগ্য বাসস্থান। এসব এলাকা সম্পর্কে জনগনকে ব্যাপকভাবে জানানোর মাধ্যমে এলাকার ইকো-টুরিজমকে আরো সম্প্রসারিত করা সম্ভবপর।

- **জলবায়ুর বিরূপ প্রতিক্রিয়া মোকাবেলা:** বনের গাছ-পালা কমে যাওয়ায় প্রতি বছর পাহাড়ে ভূমি ধ্বংস হচ্ছে। গত বছর এখানে প্রায় দশজন মানুষ (সেনা বাহিনীর সদস্যসহ) পাহাড় ধ্বসে মারা যায়। তাছাড়া বর্ষায় এখানে বন্যা ও জলাবদ্ধতা দেখা দিচ্ছে। তাই প্রাকৃতিক দূর্যোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য জনগণকে একটি সুষ্ঠ পরিকল্পনার মাধ্যমে ব্যাপকভাবে সচেতন করা প্রয়োজন।

- **বনজ সম্পদের অপব্যবহার রোধ:** প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে এখানে রয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষরাঝি, বন্য পশু পাখি, পাথর ইত্যাদি উলে- খযোগ্য। অবৈধভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠী কর্তৃক অপরিকল্পিত ভাবে এর প্রাকৃতিক সম্পদ সংগ্রহের কারনে হিমছড়ি জাতীয় উদ্যান প্রায় ধ্বংস হতে চলেছে। তাই এর প্রাকৃতিক ভারসাম্য তথা জীববৈচিত্র্যের ভারসাম্য বজায় রাখার স্বার্থে প্রতিটি প্রাকৃতিক সম্পদ যথাযথভাবে সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া জর"রী।

- **বন নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন:** অতি দারিদ্র্যের কারণে এলাকার বহু লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এ বনের বিভিন সম্পদের উপর নির্ভরশীল। প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ সংরক্ষণ ও স্থানীয় জনগনকে সম্পৃক্ত করা সহ বন নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর বিকল্প কর্ম সংস্থান/আয়ের ক্ষেত্র সৃষ্টি করা না হলে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ অত্যন্ড় কঠিন হবে।তাই স্থানীয় জনগনকে এর ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত করে বন নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নেওয়া জর"রী।

- **রক্ষিত এলাকা সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি:** হিমছড়ি জাতীয় উদ্যান একটি সংরক্ষিত বন। এখানকার প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবহারে সরকারের বিভিন্ন আইন-কানুন রয়েছে। তাই

এ এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ এর বিষয়ে জনগণকে পরিকল্পনা মাফিক ব্যাপকভাবে সচেতন করা প্রয়োজন।

২.০ জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণের বৈশিষ্টসমূহ

২.১ জীব বৈচিত্র্যের গুর"ত্ব :

কোন এলাকার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষনের গুর"ত্ব বলার অপেক্ষা রাখে না। জীববৈচিত্র্য প্রতিবেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এদের ছাড়া পরিবেশ ও প্রতিবেশ কল্পনাও করা যায় না। জীববৈচিত্র্য যে কোন নিদিষ্ট বাস্তুতন্ত্রের খাদ্য শৃঙ্খলের প্রধান নিয়ামক। এদের ছাড়া খাদ্য উৎপাদন, পচন এবং পুনরায় খাদ্য শৃঙ্খলে ফিরে আসা অসম্ভব। বাস্তুতন্ত্রের সকল জীব ও জড় উৎপাদনের ধারাবাহিকতা ঠিক রাখতে জীববৈচিত্র্য গুর"ত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। জীববৈচিত্র্য বিনষ্ট হলে মানুষের অস্ড়িত্বও হুমকির মধ্যে পড়বে। জীববৈচিত্র্যের গুর"ত্ব মোটামুটি নিম্নরূপ:

- **প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা:** প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় জীববৈচিত্র্য এক গুর"ত্বর্পণ অবদান রাখে। উদ্ভিদ ও প্রাণী তার জীবন চক্রের প্রতিটি ধাপে এক অন্যের উপর নির্ভরশীল।
- **ইকো-টুরিজ্যমের সুরক্ষা:** এখানে বিদ্যমান ইকো-টুরিজম স্পট সমূহের উন্নতি এবং বিদ্যমান সুযোগ সুবিধার উন্নয়ন করা হলে হিমছড়ি জাতীয় উদ্যান একটি আর্কষণীয় আয় বর্ধক পর্যটন ক্ষেত্র হিসেবে পরিগণিত হতে পারে।
- **ভূ-প্রাকৃতিক ব্যবস্থার উন্নতি:** এলাকায় বিদ্যমান পাহাড়, ছড়া ও জলাশয় গুলো বিজ্ঞান ভিত্তিকভাবে সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করা হলে জীববৈচিত্র্য আরো সম্মৃদ্ধ হবে।
- **জলবায়ুর পরিবর্তন রোধ:** হিমছড়ি জাতীয় উদ্যানের উপর স্থানীয় জনগোষ্ঠীর নির্ভরশীলতা ব্যাপক। ফলে এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদ দিন দিন ধ্বংস হচ্ছে। তাছাড়া বাড়ছে প্রাকৃতিক দূর্যোগও। তাই জলবায়ু পরিবর্তন রোধ কল্পে জাতীয় উদ্যানের অভ্যন্ড়রে বিদ্যমান প্রাকৃতিক বন রক্ষার উদ্যোগ নেওয়া জর"রী।
- **দেশের মোট বনাচ্ছাদিত ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি:** জন সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আবাদী জমির বৃদ্ধির সাথে সাথে বনভূমিও সংকোচিত হচ্ছে। তাই জবরদখলকৃত বনভূমি পুনর"দ্ধার, বৃক্ষশূন্য পাহাড়ে বনায়ন এবং বনাঞ্চল সংরক্ষণে বিদ্যমান আইন আরো যুগোপযোগী করা প্রয়োজন।

২.২ জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণের উপযোগিতা / উপকারিতা

- **বিপন্ন প্রাণী বাঁচিয়ে রাখা:** হাতী, উল-ুক, বানর, মুখপোড়া হনুমান, কাঠ ময়ূর, মথুরা, ধনেশ সহ বিপন্ন প্রজাতির বন্যপ্রানী সংরক্ষণ এবং এদের আবাস্থল পুনর"দ্ধারের জন্য ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি করা প্রয়োজন।
- **বিলুপ্তপ্রায় দেশীয় উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতি বৃদ্ধি:** বিপন্ন উদ্ভিদ ও বন্যপ্রানী প্রজাতিসমূহের জন্য নিরাপদ আবসস্থল সৃষ্টি, বৃক্ষরোপণ ও বন্যপ্রাণী প্রজননের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
- **দরিদ্র জনগোষ্টীর জীবন ও জীবিকার ইতিবাচক পরিবর্তন:** বিভিন্ন বিকল্প আয়বর্ধক কর্মসূচীর মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্টীর অর্থিক অবস্থার উন্নয়ন করতে হবে, যাতে তারা প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে অবদান রাখতে পারে।
- **পরিবেশ বান্ধব পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন:** বিদ্যমান প্রাকৃতিক পর্যটন স্পট সমূহের প্রাকৃতিক পরিবেশ অক্ষুন্ন রেখে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহন ও বাস্ড়বায়ন করতে হবে।
- **ভুমিক্ষয় প্রতিরোধ:** ব্যাপক হারে বনায়ন করে ভূমিক্ষয় প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- **কার্বন বাণিজ্যের বিস্তার ও সবুজ আচ্ছাদন বাড়ানো :** আজ বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত যে, উন্নত বিশ্ব প্রতি মূহুর্তে যে অতিরিক্ত কার্বন বাতাসে ছড়াচ্ছে তা অন্য অনেক দেশের ন্যায় আমাদের দেশের সবুজ

বনানী তা শোষন করছে বিধায় উন্নত বিশ্ব হতে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার সুযোগ দেখা দিয়েছে। এই সুযোগের পূর্ন সদ্বব্যবহার সহ আমাদের তথা বিশ্বের কল্যাণে আরো বেশী বেশী করে গাছ লাগানো প্রয়োজন।

২.৩ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ

'বন আইন ১৯২৭' এবং 'বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আদেশ (সংশোধিত), ১৯৭৪' অনুযায়ী হিমছড়ি জাতীয় উদ্যানের বন্যপ্রানী ব্যবস্থাপনা ও সম্পদ সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

বাধা সমূহ ঃ

- ❖ চোরা শিকারীরা ফাঁদ পাতে বা অন্য কোন প্রক্রিয়ায় এ উদ্যানে বন্যপ্রাণী শিকারের কথা শুনা যায়। এ ধরনের শিকার বন্ধের উদ্যোগ নেওয়া জর"রী।
- ❖ কৃষি কাজের জমি তৈরী করতে, ছন সংগ্রহ করতে বা জুম চাষের জন্য বনে আগুন দেওয়া হয়। এর ফলে বনের জীববৈচিত্র ধ্বংস সহ বন্যপ্রাণী আতঙ্কিত হয় এবং তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যহত হয়। তাই এ সকল কার্যক্রম বন্ধের উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।
- ❖ বন্যপ্রাণীর খাবার সরবরাহকারী উদ্ভিদ প্রজাতির সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে, ফলে সৃষ্ট খাবার সংকটের কারনে বন্যপ্রাণী লোকালয়ে প্রবেশ করছে অতঃপর মানুষের হাতে ধরা পড়ে প্রাণ হারাচ্ছে। পর্যাপ্ত বনাচ্ছাদন না থাকায় এবং বিশেষ বন্যপ্রাণীর প্রয়োজনীয় বিশেষ বিশেষ প্রজাতির গাছ এবং বড় গাছের সংখ্যা কমে যাওয়ায় আবাস্থলের সংকট প্রকট হয়েছে। এ সব সমস্যা সমাধানের জন্য অভিলম্বে যথাযথ উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।
- ❖ বনের অভ্যন্ড়রে বিভিন্ন সম্পদ সংগ্রহ ও অন্য নানাবিধ প্রয়োজনে মানুষের অনুপ্রবেশ বাড়ছে (বিশেষত রোহিঙ্গা) এবং এটা বণ্যপ্রাণীর স্বাভাবিক বিচরণ বাধাগ্রস্থ করছে। অবৈধ বৃক্ষ নিধন প্রক্রিয়া অব্যহত থাকায় বন্যপ্রাণীর আবাস্থল ও খাদ্যের সংকট হচ্ছে । এ সব সমস্যা সমাধানের যথাযথ উদ্যোগ নিতে হবে।
- ❖ অবৈধ জবর দখল প্রক্রিয়া চলমান থাকায় দিন দিন বনভূমি সংকুচিত হচ্ছে এবং বন্যপ্রাণীর ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। জবরদখলকৃত সকল বনভূমি দখলমুক্ত করে পুনঃ বনায়নের আওতায় আনা প্রয়োজন।

২.৪ বনাঞ্চলের সীমারেখা

হিমছড়ি জাতীয় উদ্যান ১,৭২৯ হেক্টর রক্ষিত ও সংরক্ষিত বনভূমি নিয়ে গঠিত। উওরে লাইট হাউস ও বিজিবি ক্যাম্প, পূর্বে টেকনাফ-কক্সবাজার মহাসড়ক ও চায়েন্দা বনবীট, দক্ষিণে রেজুখাল, এবং পশ্চিমে কক্সবাজার টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়ক ও বঙ্গোপসাগর। তবে এ সীমা ঠিক রাখার স্বার্থে নিম্ন লিখিত পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন ঃ

- ❖ **বনাঞ্চল জরিপ/জোনিং:** আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে বনাঞ্চল জরীপ করে বিভিন্ন জোন চিহ্নিত করা।
- ❖ **প্রাকৃতিক চিহ্ন দিয়ে সীমানা সৃষ্টি:** বনাঞ্চলে বিদ্যমান বিশেষতঃ গর্জন, সেগুন, তেলসুর প্রভৃতি বড় আকারের গাছ এবং প্রাকৃতিক ঝর্না/ছড়া/রাস্ড়া ইত্যাদির মাধ্যমে স্থায়ীভাবে বনের সীমানা নির্ধারন করা।
- ❖ **সীমানা পিলার স্থাপন:** জরীপ শেষে বনাঞ্চলের চারিপার্শ্বে কিছু দূর পর পর স্থায়ী পিলার স্থাপন।
- ❖ **জবরদখল প্রতিরোধ:** বনভুমি জবরদখল রোধে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং বিদ্যমান সরকারী আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করে জবরদখল প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন।

২.৫ বনাঞ্চলের জীব ভৌত অবস্থা

হিমছড়ি জাতীয় উদ্যান বিভিন্ন প্রজাতির গাছ সহ অসংখ্য জীব-জন্তুতে ভরপুর। এখানকার বন ক্রান্ড়ীয় উষ্ণ মন্ডলীয় চিরহরিৎ মিশ্র চিরহরিৎ বন এর অন্ড়র্ভূক্ত। এতে অনেক গুলি উচুঁ-নীচু পাহাড় রয়েছে ফলে হিমছড়ি জাতীয়

উদ্যান পাহাড়ী বনের প্রতিনিধিত্ব করে। এই জাতীয় উদ্যান এলাকার মাটি মূলতঃ সেমিলোম, পাহাড়ী বাদামী বর্ণের, শিলামাটি, বেলে-দোআঁশ প্রকৃতির এবং অম্-ীয় তবে অম্- ত্বের মাত্রা স্থানভেদে কম-বেশী হয়। এখানকার মাটি অপেক্ষাকৃত কম উর্বর কিন্তু আর্দ্র উষ্ণ মন্ডলীয় আবহাওয়ায় পতিত লতা-পাতার পচন দ্র“ত ঘটে বিধায় মাটির উপরিভাগ অপেক্ষাকৃত হিউমাস সমৃদ্ধ। পাহাড়ের অধিকাংশ এলাকা বৃক্ষ শুন্য হওয়ায় এখানে ব্যাপক ভুমি ধ্বস বিদ্যমান। তথাপি এখানে হাতি, হরিণ, বানর, হনুমান, উল-ুক, কাঠ ময়ূর, সজার“, শুকর, বন মোরগ, বন বিড়াল, শিয়াল, ময়না, ধনেশ, টিয়া, পেঁচা, বক, শালিক, হায়না, অজগর সহ বিভিন্ন প্রজাতির সাপ রয়েছে। পাহাড়ী ছড়ায় বিভিন্ন প্রজাতির কচ্ছপ রয়েছে। পাহাড় হতে উৎপন্ন ছড়া রেজু খাল হয়ে বঙ্গোপসাগরে অথবা সরাসরি বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে।

৩.০ জীব বৈচিত্র্য এবং আবাসস্থল

৩.১ প্রতিবেশ / বাস্তুতন্ত্র (উদ্ভিদ ও প্রাণিকূলের সহিত পরিবেশের সম্পর্ক) বিশে- ষণ

বনাঞ্চলঃ

হিমছড়ি জাতীয় উদ্যান মূলতঃ একটি ক্রান্ড্রীয় উষ্ণ মন্ডলীয় চিরহরিৎ মিশ্র চিরহরিৎ বন। এ বনকে সংরক্ষিত বন হিসেবে ঘোষণা করার আগে এখানে জুম চাষ করা হত। বর্তমানে এখানে কিছু প্রাকৃতিক ও সৃজিত বৃক্ষের বন রয়েছে। এখানে গর্জন, সেগুন, জাম, বটসহ বহু মূল্যবান গাছ এবং অতি বিপন্ন ও বিরল প্রজাতির হাতী, উল-ুক, বানর, মুখপোড়া হনুমান, কাঠ ময়ূর, মথুরা, ধনেশ বিভিন্ন প্রজাতির পশু পাখি বিদ্যমান।

বনাঞ্চল ও উদ্ভিদঃ

এ অঞ্চলে প্রায় ১৩০ প্রজাতির উদ্ভিদ, ১২ প্রজাতির উভচর, ১৯ প্রজাতির সরীসৃপ, ৩৮৯ প্রজাতির পাখি এবং ৩৫ প্রজাতির স্ড়ন্যপায়ী প্রাণী রয়েছে। হিমছড়ি জাতীয় উদ্যানের প্রধান প্রধান উদ্ভিদ গুলোর মধ্যে অর্জুন, আমলকি, বহেরা, পিতরাজ, বৈলাম, চিকরাশী, চম্পাফুল, শিলকরই, ডাকিজাম, জাম, গর্জন, উরিয়াম, চাপালিশ, বাটনা, প্রভৃতি প্রধান। প্রাণী প্রজাতির মধ্যে হাতি, হরিণ, উল-ুক, বনশুকর, শিয়াল, বনর“ই, বানর, মুখপোড়া হনুমান, মেছোবাঘ, মায়া হরিণ, পেঁচা, টিয়া, বনমোরগ, ধনেশ ও অজগর উলে- খযোগ্য। রেজু খাল ও সাগর নিকটবর্তী থাকায় পাখির খাদ্য সহজলভ্য হলেও পাকা সড়ক থাকায় শব্দ দূষণের ফলে পাক-পাখালি হারিয়ে যাওয়ার আশংকা বিদ্যমান। এখানকার কিছু বন্যপ্রাণী ও উদ্ভিদ প্রজাতি বর্তমানে সংকটাপন্ন।

কৃষি :

হিমছড়ি জাতীয় উদ্যানের ল্যান্ডস্কেপে ধান, পান, ভুট্টা, তরমুজ, শশা, ক্ষীরা, বেগুন, মরিচ, আলু, কচু, হলুদ, বিভিন্ন সব্জি আবাদ করা হয়।

৩.১.১ বনাঞ্চল ভিত্তিক পণ্যসমূহ

হিমছড়ি জাতীয় উদ্যানে উৎপাদিত পন্যসমূহ বনের ওপর নির্ভরশীল হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকায়নে গুর“ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই বনের বনজ সম্পদ ব্যাপক হারে ক্ষতিগ্রস্ড় হয়েছে। তদুপরি বর্তমানে বনে

উৎপাদিত উলে- খযোগ্য পন্যগুলি হলঃ

ঘর ও আসবাবপত্র তৈরির কাঠ, জ্বালানী কাঠ, ঔষধি গাছ, বাঁশ ও বেত, মধু, বিভিন্ন প্রকার ফল-ফলাদি, ছন, ইকরাসহ বিভিন্ন ফল ও সব্জি।

৩.২ জীব বৈচিত্র্যের ব্যবহার

হিমছড়ি জাতীয় উদ্যানের চারপাশে বিশাল জনগোষ্ঠী বসবাস করে। দৈনন্দিন চাহিদা মেটানোর পাশাপশি জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে তারা এ বন থেকে নিয়মিত জ্বালানি কাঠ, বাঁশ, বেত, বনজ ফলমূল, মধু ইত্যাদি সংগ্রহ করে।

যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর হওয়ায় এখানকার উৎপাদিত পন্য দেশের বিভিন্ন জায়গায় সহজে পরিবহন ও সরবরাহ করা যায়।

৪.০ জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনার জন্য গৃহীত বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা

৪.১ বনাঞ্চল ব্যবস্থাপনার পদ্ধতিসমূহ

- বর্তমানে হিমছড়ি জাতীয় উদ্যানের ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনগনকে সম্পৃক্ত করে সহ-ব্যবস্থাপনার পদ্ধতিতে পরিচালিত হচ্ছে। 'নিসর্গ নেটওয়ার্ক' এর অধীন আইপ্যাক প্রকল্পের সহায়তায় এখানে সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়। সরকার রক্ষিত এলাকা সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য স্থানীয় জনগোষ্ঠীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও সক্রিয় সহযোগিতা নিশ্চিত করেছে। এক্ষেত্রে, অংশগ্রহণ ও সহযোগিতার ভিত্তি হচ্ছে, রক্ষিত এলাকা / প্রাকৃতিক বন ও জলাভূমি থেকে প্রাপ্ত সুফল বা উপকার সকল অংশগ্রহণকারী ও সহযোগিদের মধ্যে সুষম বন্টন এবং সিদ্ধান্ড় গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সকলের কার্যকর অংশগ্রহনের নিশ্চয়তা। অংশগ্রহণ ও সহযোগীতার মাধ্যমে প্রাকৃতিক বন সংরক্ষণের এ প্রক্রিয়াটিকে 'সহ-ব্যবস্থাপনা' পদ্ধতি বলা হয়। সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মাধ্যমে হিমছড়ি জাতীয় উদ্যানের ব্যবস্থাপনা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে একটি সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন নিয়োজিত আছে। এ সংগঠন দ্বিস্ড়র বিশিষ্ট। প্রথম স্ড়র হল 'সহ-ব্যবস্থাপনা' কাউন্সিল যা নীতি নির্ধারণী স্ড়র হিসেবে কাজ করে এবং দ্বিতীয় স্ড়র হল 'সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি' যা নীতিমালার আলোকে গৃহীত কার্যক্রম বাস্ড়বায়ন করে। উপরোক্ত কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে হিমছড়ি জাতীয় উদ্যানের কক্সবাজার রেঞ্জের আওতায় ৩৫টি ভিসিএফ, ১টি পিপল্ ফোরাম (পিএফ), ৫টি সিপিজি, ১টি সিএমসি, ২টি এফসিসি (যুব সংগঠন) গঠন করা হয়েছে।
- 'বন আইন ১৯২৭' এবং 'বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আদেশ (সংশোধিত), ১৯৭৪' এর নির্দেশনা অনুযায়ী বন অধিদপ্তরের' কক্সবাজার দক্ষিণ বন বিভাগ, কক্সবাজার' এ হিমছড়ি জাতীয় উদ্যান ব্যবস্থাপনায় করণীয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।
- উলে- খিত আইন অনুযায়ী, হিমছড়ি জাতীয় উদ্যানের ১,৭২৯ হেক্টরের সীমানার মধ্যে কোন প্রকার বনজ দ্রব্য আহরণ, পরিবহন ও অপসারণ সম্পূর্ণ ভাবে নিষিদ্ধ।

৪.২ বন্যপ্রাণী সম্পদ ব্যবস্থাপনা

'বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আদেশ (সংশোধিত), ১৯৭৪' অনুযায়ী হিমছড়ি জাতীয় উদ্যানের বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা হচ্ছে। বন্যপ্রানী ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনা সহ আবাসস্থল উন্নয়নের লক্ষ্যে নিম্নবর্নিত কার্যক্রম গুলি গ্রহন করা প্রয়োজন ঃ

- **পশু খাদ্যের বাগান সৃজন :** হিমছড়ি জাতীয় উদ্যানের গুর"ত্বপূর্ণ বন্যপ্রাণী হচ্ছে অতি বিপন্ন ও বিরল প্রজাতির উল-ুক, বানর, মুখপোড়া হনুমান, কাঠ ময়ূর, মথুরা, ধনেশ, হাতি, প্রভৃতি। এছাড়া খাদ্যাভাবে এরা দিন দিন বিলুপ্তির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। এমনকি খাদ্যের সন্ধানে অনেক সময় এরা লোকালয়ে চলে আসে। যার দর"ন প্রতি বছর হিমছড়ির বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে গড়ে ১৫-২০টি ঘরবাড়ি ও শস্যের ক্ষতি সাধিত হয়। তাই জর"রীভাবে বিশেষ এলাকা চিহ্নিত করে বাঁশ, কলাসহ বিভিন্ন পশু খাদ্যের বাগান সৃজনের উদ্যোগ গ্রহন জর"রী।
- **আবাসস্থল উন্নয়ন :** বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল উন্নয়নের জন্য ন্যারা পাহাড়ে উপযুক্ত প্রজাতির বনায়ন করা প্রয়োজন।
- **বংশ বৃদ্ধি / উন্নয়ন করা :** অতি বিপন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতিসমূহের বংশ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বনায়ন এবং বন্যপ্রানীর প্রজনন কেন্দ্র স্থাপনের প্রযোজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে।

❖ **পশুপাখি রক্ষায় জনমত তৈরী করা :** বন্য গাছপালা, পশুপাখি যে পরিবেশের অভিচ্ছেদ্য অংশ তা বনের আশেপাশে বসবাসকারী জনগণকে বুঝানোর জন্য বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

৪.৩ জীব বৈচিত্র্যের আবাসস্থল রক্ষণাবেক্ষণ এবং পুনরুদ্ধার

হিমছড়ির এই বনকে সংরক্ষিত বনাঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করার পর থেকে আবাসস্থল রক্ষার প্রয়োজনে বন বিভাগ অবৈধ বৃক্ষ নিধন, বন্যপ্রাণ শিকার, বনে আগুন দেয়া ইত্যাদি প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহন করছে। জাতীয় উদ্যান হিসাবে স্বীকৃতি লাভের পরেও এর ব্যবস্থ্যাপনার দায়িত্ব কক্সবাজার দক্ষিণ বন বিভাগ, কক্সবাজার ওপর থেকে যায় এবং তখন থেকে প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল হলেও আবাসস্থল রক্ষণাবেক্ষণ এবং পুনরুদ্ধারে বিভাগটি নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উলেণ্টখ্য যে সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তিত হওয়ায় স্থানীয় জনগনকে এর ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত করে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষনের সাথে সাথে বন্যপ্রানীর আবাসস্থল পূনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

৪.৪ পরিবেশ বান্ধব পর্যটন

হিমছড়ি জাতীয় উদ্যানের অন্যতম আকর্ষণ হল পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত। এছাড়া রয়েছে কক্সবাজার হতে টেকনাফ পর্যন্ড় মেরিন ড্রাইভ, রেজু খালের মোহনা, হিমছড়ি বড় ঝর্ণা, কলাতলী-বড়ছড়া পর্যটন স্পট (দরিয়া নগর), কক্সবাজার শহরের বার্মিজ মার্কেট, বিভিন্ন হোটেল-মোটেল-রিসোর্ট, সমুদ্র উপকূলের ঝাউ বাগান, প্রভৃতি উলে- খযোগ্য। এখানে ইকো-টুরিজ্যমের জন্য আরো বেশ কিছু আকর্ষণীয় উপাদান রয়েছে যথা: রাখাইন পল-ী, পুরোনো বৌদ্ধ মন্দির, রাখাইনদের জীবণধারা, হাতী, উল-ুক, বানর, মুখপোড়া হনুমান, কাঠ ময়ূর, মথুরা, ধনেশ প্রভৃতি উলেণ্টখযোগ্য বাসস্থান। এসব এলাকা সম্পর্কে জনগনকে ব্যাপকভাবে জানানোর মাধ্যমে এলাকার ইকো-টুরিজমকে আরো সম্প্রসারিত করা সম্ভবপর।

হিমছড়ি জাতীয় উদ্যান প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মন্ডিত হওয়ায় এবং এর যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর হওয়ায় এখানে পরিবেশ বান্ধব পর্যটনের উজ্জ্বল সম্ভাবনার ক্ষেত্র উম্মোচিত হয়েছে। সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি হিমছড়ি জাতীয় উদ্যানের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করার পর উদ্যানের অভ্যন্ড়রে ও বাইরে নানাবিধ পরিবেশ বান্ধব পর্যটন সুবিধার বিস্ড়র ঘটায় ইতিমধ্যে এখানে উলেণ্টখযোগ্য সংখ্যক দেশী-বিদেশী পর্যটকের আগমন ঘটছে। সরকারী প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, এ অভয়ারণ্যের পর্যটন সুবিধা হতে প্রাপ্ত আয়ের শতকরা ৫০ ভাগ পরবর্তী বছর সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটিকে প্রদান করা হবে। এ অর্থ দ্বারা সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি এ জাতীয় উদ্যান ও তৎসংলগ্ন ল্যান্ডস্কেপ এলাকার সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন কাজে ব্যয় করার ঘটনা আমাদের দেশে নজিরবিহীন। হিমছড়ি ঝর্ণা কেন্দ্রিক ১টি পিকনিক স্পট, টয়লেট সুবিধা, পানি সরবরাহ, টুরিস্ট শেড, বসার বেঞ্চ ইত্যাদি তৈরী করা হয়েছে। এখানে ১৩ জন প্রশিক্ষিত ইকো-ট্যুর গাইড আছে। এছাড়া পর্যটকদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য বন কর্মকর্তা কর্মচারীসহ সিপিজির সদস্যরা নিয়োজিত আছে।

পরিবেশ বান্ধব পর্যটনের লক্ষ্যে বোটানিক্যাল গার্ডেন, বার্ডস পার্ক, বাটারফ্লাইপার্ক, টিকেট কাউন্টার, অর্কিড গার্ডেন, ট্রেইল উন্নয়ন, ইকোকটেজ, ইকোশপ,ইকোবান্ধব হোমস্টেড, ইকোফ্যামিলি, ইকো আপ্যায়ন, হাইকিং ক্যাম্পিং, মৌচাষ, পরিবেশবান্ধব কুটির শিল্প স্থাপন ইত্যাদি পরিকল্পনা গ্রহনের সুর্বন সুযোগ রয়েছে।

৪.৫ বনাঞ্চল ভিত্তিক উৎপাদিত পণ্য ব্যবস্থাপনা

ভ্যালুচেইন পরিকল্পনা বাস্ড়বায়নের মাধ্যমে রক্ষিত এলাকার উৎপাদিত বাঁশ, বেত ও ছন দ্বারা হস্ড় শিল্প তৈরী করে তা বাজারজাত করনের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বনের উপর চাপ কমানোর উদ্দেশ্যে হিমছড়ি জাতীয় উদ্যানের আওতায় ১০টি ভিসিএফ কে ভ্যালুচেইনের আওতায় বিকল্প আয়বর্ধক কর্মসুচী গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিটি ভিসিএফ থেকে ৩০ জন সদস্য করে মোট ৩০০ জন সদস্যকে ভ্যালুচেইনের আওতায় বিকল্প আয়বর্ধক কর্মসুচীর মাধ্যমে কৃষি, গ্রামীণ কৃষি বনায়ন, মৎস্য চাষ এবং বাঁশ বেত প্রকল্পে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

৪.৬অংশগ্রহণমূলক মনিটরিং

অংশগ্রহনমূলক মনিটরিং এর মাধ্যমে নিম্নবর্নিত কার্য্যক্রম গুলি হাতে নেওয়া যায় :

- ❖ হিমছড়ি জাতীয় উদ্যানের ম্যাপ নিয়মিতভাবে হাল নাগাদ করা।
- ❖ নিয়মিত বা নির্ধারিত বিরতিতে বনশুমারী পরিচালনা করা।
- ❖ বন বিভাগের প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব আলোচনার মাধ্যমে দূর করা।
- ❖ বন বিভাগের প্রয়োজনীয় পরিবহন ও আধুনিক উপকরণের স্বল্পতা দূর করা।
- ❖ বন কর্মীদের আধুনিক বন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত দক্ষতার বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহন।
- ❖ যৌথ বন টহল দলের সদস্যদের মাঝে পারস্পরিক আস্থা সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহন।
- ❖ সরকারী অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে বন বিভাগের কার্যকরী যোগাযোগের সম্বন্বয় সাধন।
- ❖ যৌথ কমিউনিটি পেট্রলিং গ্রুপের জন্য আর্থিক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির প্রয়াস গ্রহন।
- ❖ দ্রুততার সাথে একটি কার্যকর সহ-ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

৪.৭ প্রাতিষ্ঠানিক এবং সু-শাসন সম্পর্কিত ইস্যুসমূহ :

বন বিভাগের সহায়তায় হিমছড়ি জাতীয় উদ্যানের ব্যবস্থাপনার জন্য গঠিত সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ জরুরীঃ

- ❖ **নিয়মিত সিএমসি / সংশিষ্ট কমিটির মিটিং:** সরকারী প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী সিএমসির সহ অন্যান্য কমিটিগুলোর নিয়মিত সভা আয়োজনের ব্যবস্থা করা।
- ❖ **আয়-ব্যয়ের স্বচ্ছতা :** সিএমসির আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রতিটি কমিটির সভায় উপস্থাপন করতঃ সংশি- ষ্ট সকলকে অবহিত করণ সাপেক্ষে অনুমোদন করিয়ে নেওয়া।
- ❖ **রেজুলেশন ও প্রতিবেদন :** প্রতিটি সভার বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ কার্য বিবরণী হিসেবে তৈরী করতে হবে এবং উক্ত কার্য বিবরণী সংশি- ষ্ট মহলে যথা সময়ে প্রেরণ নিশ্চিত করা।
- ❖ **জবাবদিহিতা ও আমানতদারিতা :** প্রতিটি সদস্যের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকতে হবে এবং সম্পাদিত দায়িত্ব সম্পর্কে যে কোন সময় জবাবদিহিতার জন্য প্রস্তুত থাকা।

৫.০ ল্যান্ডস্কেপ এলাকার বর্তমান অবস্থা

৫.১ ল্যান্ডস্কেপ এ্যাপ্রোচ/পন্থা

ল্যান্ডস্কেপ পন্থা হল এমন একটি উপায় যার মাধ্যমে হিমছড়ি জাতীয় উদ্যান ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম শুধূমাত্র জাতীয় উদ্যানের অভ্যন্তরের সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, প্রতিবেশ ইত্যাদির উপর সীমাবদ্ধ না রেখে উদ্যানের বাহিরেও তৎসংলগ্ন এলাকায় বিদ্যমান সকল উপাদান অর্থাৎ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত আবাসস্থল/বন, প্রতিবেশ ব্যবস্থা, নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী, সামাজিক/প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করে এবং পরস্পর সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা।

৫.২ রক্ষিত এলাকা সংলগ্ন ল্যান্ডস্কেপ এলাকা

হিমছড়ি জাতীয় উদ্যানের ল্যান্ডস্কেপ এলাকার মধ্যে ঝিলংজা ইউনিয়ন, কক্সবাজার পৌরসভা, দক্ষিণ মিঠাইছড়ি ইউনিয়ন, খুনিয়াপালং ইউনিয়নের অন্তর্ভূক্ত ৩৫ টি গ্রামকে ল্যন্ডস্কেপ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

হিমছড়ি জাতীয় উদ্যানের ৩ থেকে ৫ কিলোমিটার সংলগ্ন এলাকাকে ল্যন্ডস্কেপ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে যার আনুমানিক আয়তন ৭০০ হেক্টর।

৫.৩ বর্তমান ল্যান্ডস্কেপ এলাকার গ্রাম বা পাড়া

ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় মোট ৩৫ টি গ্রাম বিদ্যমান যথাঃ কলাতলী পাড়া, ঝরঝরী পাড়া, শুকনাছড়ি, চৌদ্দিগ্রাম (দক্ষিণ আদর্শ গ্রাম), বড়ছরা আদর্শ গ্রাম, গইয়ামতলী, মাইট্টাতলী, ফাতের ঘোনা, লাইট হাউজ পাড়া, ঝানার ঘোণা, সাহিত্যিকা পল-ী, দক্ষিণ পাহাড়তলী, বাদশার ঘোণা, ঝিলংজা, খন্দকার পাড়া, ঘোনার পাড়া, ছড়ারকূল, চাইন্দা মুরারখাচা, লাহার পাড়া, সাদর পাড়া, চরপাড়া, কাইম্যার ঘোনা, ইসলামাবাদ/মমছুরোর চর, করাচী পাড়া, দক্ষিণ মংলা পাড়া, উত্তর মংলা পাড়া, মাঝের পাড়া, হিমছড়ি পাড়া, উত্তর মুহুরী পাড়া, দক্ষিণ মুহুরী পাড়া, আদর্শ গ্রাম, চাইল্যাতলী/সমিতি পাড়া, পানের ছড়া (শিয়া পাড়া), নিজর / কালা খন্দকার পাড়া এবং ফুট খালী।

গ্রামাঞ্চল-হাটবাজার : ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় বেশ কিছু দৈনিক ও সাপ্তাহিক হাট-বাজার নিয়মিত বসে।

জলাভূমি-নদী : পাহাড় হতে উৎপন্ন কিছু ছড়া এবং খাল বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে।

কৃষি জমি : বাফার জোন এবং ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় ব্যাক্তি মালিকানাধীন কৃষি জমি বিদ্যমান যেখানে বিভিন্ন ধরণের ফসল নিয়মিত চাষ করা হয়।

উপজাতি পল-ী : ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় রাখাইন সম্প্রদায়ের বসতি রয়েছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় স্কুল, মাদ্‌রাসা, কলেজ এবং এনজিও সংস্থার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

৫.৪ ভূমি ব্যবহারের বর্তমান অবস্থা

হিমছড়ি জাতীয় উদ্যানের কোর জোন ১,৭২৯ হেক্টরের বাইরে বাফার এলাকার পরিমাণ প্রায় ১৩০ হেক্টর আর ল্যান্ডস্কেপ এলাকার আয়তন হবে আনুমানিক ৭০০ হেক্টর। বন বিভাগের আওতাধীন হিমছড়ি সহ-ব্যবস্থাধীন এলাকায় বিক্ষিপ্ত ভাবে প্রাকৃতিক বন রয়েছে প্রায় ১৫০ হেক্টর। এছাড়া বিভিন্ন মেয়াদী বাগান যথাঃ ২৫৩.৭৬ হেক্টর দীর্ঘমেয়াদী সৃজিত বাগান রয়েছে। দীর্ঘ মেয়াদী বাগানের প্রজাতি গুলো হচ্ছে আমলকি, হরিহকি, লোহাকাঠ, আগর, বহেরা, চাপালিশ, গর্জন, নিম, চিকরাশি, ঢাকিজাম, তেলসুর, কড়ই, বৈলাম ইত্যাদি। এছাড়া ২৯৪.৯৭ হেক্টর স্বল্প মেয়াদী সৃজিত বাগান রয়েছে যার প্রজাতির হচ্ছে আকাশমণি, গামারী, ছাতিয়ান, কদম, অর্জুন ইত্যাদি। তবে কোন ভেষজ, পশুখাদ্য এবং বাঁশ-বেত বাগান নেই। বর্তমানে প্রায় ৭০৬.৩১ হেক্টর জমি জবর দখলে আছে। জবর দখলকৃত এলাকা গুলো হচ্ছে মূলত: হিমছড়ি, কলাতলী, ঝিলংজা, লিংকরোড, এবং চাইন্দা। বর্তমানে ভিলেজারের সংখ্যা নির্ধারণের কাজ চলছে।

বনের অভ্যন্ড়রে যে সকল এলাকায় প্রাকৃতিকভাবে বনের স্বাভাবিক পূনর"জ্জীবন প্রক্রিয়া সংঘটিত হচ্ছে না এমন কিছু এলাকায় বন বিভাগ ইতিমধ্যে এনরিচমেন্ট বাগান সৃজন করেছে। ল্যান্ডস্কেপ এলাকার বিভিন্ন রাস্ড়ার (সড়ক ও জনপথ, ইউনিয়ন পরিষদ, এলজিইডি ইত্যাদি) দুই ধারে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে স্ট্রীপ বা সড়ক বনায়ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। স্থানীয় জনসাধারণ ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় এবং অনেক সময় জবরদখলীয় বন এলাকায় কৃষি কাজ মূলতঃ সব্জি চাষ করে। কৃষি ও সব্জি চাষে উৎপাদিত ফসল তাদের পরিবারের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি জীবিকা উপার্জনে সহায়তা করে। বনের পাশে বসবাসকারীদের অনেকে সরাসরি সমুদ্রে মাছ ধরে এবং চিংড়ির পোনা ধরে জীবিকা নির্বাহ করে।

৫.৫ স্টেকহোল্ডার পর্যালোচনা

হিমছড়ি জাতীয় উদ্যানের চারপাশে নিম্নলিখিত তিন ধরনের স্টেকহোল্ডার রয়েছে। যথা ঃ

- **প্রাতিষ্ঠানিক স্টেকহোল্ডার ঃ** বন বিভাগ, এনজিও, ইউনিয়ন পরিষদ, ব্যাংক, বিজিবি এবং পুলিশ।

- ❖ **প্রাথমিক স্টেকহোল্ডার ঃ** জ্বালানী কাঠ সংগ্রাহক, অবৈধ বৃক্ষ নিধনকারী ও পাচারকারী, বাঁশ ও কাঠ সংগ্রাহক, শাক-সব্জি সংগ্রহকারী, মধু সংগ্রহকারী, বনের জমি জবরদখলকারী, জুম চাষি, পর্যটক, শিকারী ইত্যাদি।
- ❖ **দ্বিতীয় স্তরের স্টেকহোল্ডার ঃ** কাঠ ব্যবসায়ী, স' মিল মালিক, ইট ভাটার মালিক, ফার্নিচার ব্যবসায়ী, হোটেল, মোটেল, রিসোর্ট ব্যবসায়ী ইত্যাদি।

বর্তমানে হিমছড়ি জাতীয় উদ্যান সিএমসির আওতায় ৩৫ টি গ্রাম/পাড়া রয়েছে। যেখানে আনুমানিক ৮,৪২৭ পরিবারের প্রায় ৫০,০০০ জনগোষ্ঠী রয়েছে। এখানে বয়স্ক শিক্ষার হার প্রায় ৩২-৩৫%। প্রায় ৩০% জনগোষ্ঠী কৃষি নির্ভর, ১৫% মৎস্যজীবী, ৪৫% দিন মজুর এবং ১০% অন্যান্য পেশায় জড়িত।

৫.৬ কৃষি জমি এবং বসত ভিটার ব্যবহার

ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় এবং অনেক সময় দখলীয় বন এলাকায় কৃষি জমিতে ধান ও সব্জি চাষ করে স্থানীয় জনসাধারণ তাদের পরিবারের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি জীবিকা উপার্জন করে। ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় তরমুজ, বাঙ্গি, ভূট্টা, ধান ও পান চাষ বেশ জনপ্রিয় এবং জীবিকা অর্জনের অন্যতম মাধ্যম। বসত বাড়ীতে ফলজ গাছ, বনজ গাছ, ঔষধী গাছ রোপণ ও পরিচর্যা করা হয়।

৫.৭ বনভুমি অবৈধ দখলঃ

হিমছড়ি জাতীয় উদ্যান এলাকায় বর্তমানে প্রায় ৭০৬.৩১ হেক্টর জমি জবর দখলে আছে। জবর দখলকৃত এলাকা গুলো হচ্ছে মূলত: হিমছড়ি, কলাতলী, ঝিলংজা, লিংকরোড, এবং চায়েন্দা বনবিভাগের পাশাপাশি সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি এ ব্যাপারে সচেতন ও সচেষ্ট না হলে অবৈধ বন দখলের পরিমান আরও বৃদ্ধি পাবে।

পার্ট - ২

রক্ষিত এলাকার সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্ড়বায়নে কৌশলগত সুপারিশমালা

১.০ রক্ষিত এলাকার সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

১.১ উদ্দেশ্য

হিমছড়ি জাতীয় উদ্যানের সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রনয়নের উদ্দেশ্য হল রক্ষিত এলাকায় সম্ভাব্য সর্বোচ্চ পরিমাণ বন টিকিয়ে রাখা এবং এর জীববৈচিত্র্যকে সম্বদ্ধ করার লক্ষ্যে সহ-ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত নেতৃবৃন্দকে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়ন ও বাস্ড়বায়ন বিষয়ে প্রশিক্ষন প্রদান সহ বন
নির্ভর জনগোষ্ঠীর বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। এই পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য গুলো নিম্নরূপ ঃ

- ❖ স্থানীয় জনগনকে সম্পৃক্ত করে এমন একটি সহ-ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা যা হিমছড়ি জাতীয় উদ্যানের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং উন্নয়নের জন্য গৃহীত দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রনয়ন এবং এর বাস্ড়বায়ন নিজেরাই করবে।
- ❖ সকল স্টেকহোল্ডারদের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে অর্থ্যাৎ সকলের মতামতের ভিত্তিতে সহ-ব্যবস্থাপনা দলের অনুবর্তী হয়ে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে কাজ করা।
- ❖ রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন, কর্ম প্রক্রিয়া নির্ধারণ, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাজের সক্ষমতা অর্জন এবং তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা।
- ❖ বিপন্ন গাছপালা এবং বন্যপ্রানী সংরক্ষন করা যার অন্ড়র্ভূক্ত থাকবে হুমকীর মুখে থাকা বন্যপ্রাণী, ও বিলুপ্ত প্রায় প্রজাতির গাছ।
- ❖ যত দ্র“ত সম্ভব উদ্ভিদকুল, প্রাণীকূল ও ভৌত উপাদান সম্পর্কিত বিষয় পুনর“দ্ধার করা এবং বজায় রাখা এবং বনজ প্রতিবেশের উৎপাদনশীলতা ধরে রাখা।
- ❖ নির্দিষ্ট কিছু স্থানে পরিবেশ বান্ধব পর্যটনকে উৎসাহিত করা এবং দর্শনার্থীদের ভ্রমণের জন্য নতুন ট্রেইল নির্মান সহ বিদ্যমান ট্রেইলের উন্নয়ন করা।
- ❖ সর্বোপরি, বিকল্প আয় সৃষ্টি সংক্রান্ড় কাজে কারিগরি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে স্থানীয় বন নির্ভরশীল জনগনের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং জীবিকার উন্নয়ন।

উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলো অর্জনের জন্য মূল কার্যক্রমের পাশাপাশি নিম্নোক্ত কার্যক্রম গুলোও হাতে নিতে হবে :

- ❖ জরিপের মাধ্যমে হিমছড়ি জাতীয় উদ্যান সীমানা চিহ্নিত করা।
- ❖ একটি সহ-ব্যবস্থাপনা মডেল গড়ে তোলা এবং এর সাথে সম্পৃক্ত কাজে সংশি- ষ্ট নীতি বিষয়ক নির্দেশনা প্রণয়ন, সহ-ব্যবস্থাপনাকে রক্ষিত এলাকা সংরক্ষণের সাথে সংগতিপূর্ণ করে গড়ে তোলা যাতে স্থানীয় জনগনের সিদ্ধান্ড়গ্রহনে অংশীদারিত্বের নিশ্চিত করা।
- ❖ জীববৈচিত্র্যের উৎস্যসমূহের জরিপ পরিচালনা করা।
- ❖ বন বিভাগের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা যাতে রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনায় সংশি- ষ্ট বন বিভাগটি যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারে।
- ❖ সংরক্ষণ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং সংরক্ষণ বিষয়ক ইস্যুতে সম্প্রসারণ কার্যক্রম গড়ে তোলা।
- ❖ স্থানীয় স্টেকহোল্ডার এবং বন বিভাগের কর্মচারীদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা, আয়-বৃদ্ধি ও সচেতনতা সৃষ্টিসহ রক্ষিত এলকার সুবিধা উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালনের সক্ষমতা অর্জন।
- ❖ হিমছড়ি জাতীয় উদ্যানের দর্শনার্থীদের জন্য সুবিধার উন্নয়ন করা।
- ❖ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে আশেপাশের গ্রামগুলিতে বনায়নের মাধ্যমে বনজ সম্পদের যোগান বৃদ্ধি করা।
- ❖ দেশীয় জাতের চারার মাধ্যমে বনায়নকে উৎসাহিত করা এবং ধীরে ধীরে বিদেশী জাতের গাছের স্থলে দেশীয় জাতের চারা রোপণ করা।
- ❖ বন নির্ভর স্থানীয় দরিদ্র জনগনের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

১.২ সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

সরকারী সিদ্ধান্ড় মোতাবেক রক্ষিত এলাকার জীববৈচিত্র সংরক্ষন এবং উন্নয়নে বন নির্ভরশীল জনগনকে সম্পৃক্ত করে সহ-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহন করা। এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী ও সহযোগী সকলের

মধ্যে রক্ষিত এলাকা/প্রাকৃতিক বন থেকে প্রাপ্ত সুফল বা উপকার সুষমভাবে বন্টন ছাড়াও ব্যবস্থাপনা ও পরিচালন বিষয়ে সিদ্ধান্ড় গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সকলের কার্যকর অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করা। সকল স্টেকহোল্ডারদের কার্যকরী অংশ গ্রহণ ও সহযোগিতার মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি বন নির্ভর জনগনের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানোর প্রক্রিয়াই হচ্ছে সহ-ব্যবস্থাপনা।

১.২.১ সহ-ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যসমূহ

- ❖ স্থানীয় জনগনকে সম্পৃক্ত করে রক্ষিত এলাকার জীববৈচিত্রের দীর্ঘ মেয়াদী সংরক্ষণ ও উন্নয়ন নিশ্চিত করা
- ❖ রক্ষিত এলাকার আশপাশে বসবাসকারী জনগণের অংশ গ্রহণ ভিত্তিক বনজ সম্পদের ব্যবহার ও বিকল্প আয়ের সুযোগ সৃষ্টি এবং তাদের দক্ষতার উন্নয়ন ঘটানো
- ❖ রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনার জন্য অবকাঠামো, প্রশিক্ষণ এবং যোগাযোগের সুযোগ সুবিধা সৃষ্টিসহ উন্নততর প্রশাসনিক কাঠামো নিশ্চিতকরণ
- ❖ পরিবেশ পর্যটনকে উৎসাহিত করা এবং দর্শনার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা
- ❖ স্থানীয় জনগণের পরামর্শ ও সক্রিয় অংশ গ্রহণের মাধ্যম সহ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া
- ❖ রক্ষিত এলাকায় বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সহায়তা প্রদানসহ প্রয়োজনীয় গবেষণার বিষয় সনাক্ত করা
- ❖ জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব ও এর সাথে খাপ খাওয়ানোর কৌশল সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা।

১.২.২ সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনসমূহ

সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন হচ্ছে সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট রক্ষিত এলাকার ব্যবস্থাপনা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে নিয়োজিত সংগঠন। এই সংগঠন হচ্ছে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সুনির্দিষ্ট রক্ষিত এলাকার সাথে বিভিন্ন ভাবে সম্পৃক্ত স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও সরকারি বিভাগের কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে গঠিত। হিমছড়ি জাতীয় উদ্যানের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলো হলো: ভিলেজ কনজারভেশন ফোরাম (ভিসিএফ), পিপলস্ ফোরাম (পিএফ), সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল ও সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি। এছাড়াও সহ-ব্যবস্থাপনার আওতায় অন্যান্য সহযোগী সংগঠন গুলো হচ্ছে কমিউনিটি পেট্রোলিং গ্রুপ (সিপিজি), ফরেস্ট কনজারভেশন ক্লাব (এফসিসি), সিবিও, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রতিনিধি, আইপ্যাক মনিটরিং টিম, স্থানীয় সরকার বিভিন্ন সরকারের প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি প্রমূখ।

প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনসমূহের নেটওয়ার্কিং তৈরীর মাধ্যমে নিমোক্ত উদ্দেশ্যগুলো অর্জিত হতে পারে ঃ

- ❖ সহ-ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সংগঠন গুলোর মধ্যে একটি কার্যকর যোগাযোগের ব্যবস্থা গড়ে তোলা
- ❖ রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনার জন্য যৌথ কৌশলগত সামর্থ্য উন্নয়ন
- ❖ সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায় নতুন নতুন এলাকা অন্ড়র্ভূক্ত করা
- ❖ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় যথাযথ কর্মসূচী গ্রহণ এবং এর সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করা
- ❖ প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে যথাযথ ব্যবস্থাপনা গ্রহনসহ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে আন্ড়ঃ সংগঠনিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা
- ❖ বিকল্প কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে বন নির্ভরশীল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বনের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনা

১.২.৩ সুবিধা সমূহের বন্টন

ক) ৫০ শতাংশ রাজস্ব আয় রক্ষিত এলাকার উন্নয়নে ব্যয়ঃ

রক্ষিত এলাকায় প্রবেশ ফি, পাকিং ইত্যাদি বাবদ প্রাপ্ত রাজস্ব আয়ের শতকরা ৫০ ভাগ পরবর্তী বছর রক্ষিত এলাকার জীববৈচিত্র সংরক্ষনে ব্যয় করার জন্য সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের নিকট ফেরত প্রদানের সরকারী নির্দেশনা রয়েছে। যেমন: রক্ষিত এলাকায় দর্শনার্থী কর্তৃক প্রদেয় প্রবেশ ফি এবং স্টুডেন্ট ডরমেটরী ব্যবস্থাপনা হতে প্রাপ্ত আয়ের শতকরা ৫০ ভাগ সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট পরবর্তী বছর ফেরত দেয়া হবে। এছাড়াও বাফার এলাকায় সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে উপকারভোগীগন সৃষ্ট বন হতে নিম্নরূপ লভ্যাংশ পেতে পারেন ঃ

খ) শালবন ব্যতীত বিদ্যমান বাগান ও প্রাকৃতিক বনের ক্ষেত্রে :

১) বন অধিদপ্তর ৫০%
২) উপকারভোগী ৪০%
৩) বৃক্ষরোপণ তহবিল ১০%

গ) স্থানীয় জনগণ নিজেদের উদ্যোগে বন বিভাগের ভূমিতে গৃহীত সামাজিক বনায়নের ক্ষেত্রেঃ

১) বন অধিদপ্তর ২৫%
২) উপকারভোগী ৭৫%

ঘ) স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উদ্যোগে সরকারি, (সরকারী বনভূমি ব্যতীত) আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার ভূমিতে সামাজিক বনায়নের ক্ষেত্রে :

১) বন অধিদপ্তর ১০%
২) উপকাভোগী ৭৫%
৩) ভূমির মালিক সংস্থা ১৫%

উপরোক্ত কার্যক্রম বাস্ড়ায়নের ফলে সুবিধাভোগীদের লভ্যাংশ প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে।

১.২.৪ ল্যান্ডস্কেপ উন্নয়ন তহবিল / এনডোমেন্ট ফান্ড / ঘূর্ণায়মান তহবিল

হিমছড়ি জাতীয় উদ্যানের অভ্যন্ড়রে এবং আশেপাশে ব্যাপক সংখ্যক জনগণ রয়েছে যাদের অধিকাংশের জীবিকা বিদ্যমান বনের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল। এই জনগোষ্ঠীর বিকল্প আয় সৃষ্টি, সামাজিক ও সামষ্টিক উন্নয়নে আইপ্যাক প্রকল্প কর্তৃক বিকল্প আয় কার্য্যক্রম এবং ল্যান্ডস্কেপ উন্নয়ন তহবিল প্রদানের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। উলেণ্ঢখ্য যে ল্যান্ডস্কেপ উন্নয়ন তহবিলের অর্থায়নে হিমছড়ি সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে ৬,৮৭,০০০/ টাকা ব্যয়ে গ্রুপ ভিত্তিক মাশরুম চাষ, টুরিষ্ট সপ স্থাপন, মাছ চাষ, গুরু মোটাতাজাকরন, হস্ড় শিল্প ইত্যাদি বাস্ড়বায়নে ব্যয় করা হচ্চে। কিন্তু এই বিশাল কর্মকান্ড অন্যান্য সংশি- ষ্টদের সহযোগিতা ছাড়া এককভাবে আইপ্যাক প্রকল্পের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব নয়। এজন্য 'নিসর্গ নেটওয়ার্ক' সংশি- ষ্ট অংশীদার ও সমর্থনকারী বিভিন্ন সরকারী এবং বেসরকারি সংস্থার যৌথ উদ্যোগ ও অংশীদারিত্ব প্রয়োজন। বিকল্প আয় বৃদ্ধি ও ব্যবসায় উদ্যোগসমূহে সংশি- ষ্ট সংস্থাকে জড়িত করার মাধ্যমে কোন জনগোষ্ঠীর আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সম্ভব হতে পারে।

২.০ আবাস্থল পূনরুদ্ধার কর্মসূচি

২.১ উদ্দেশ্যসমূহ

আবাসস্থল পুনরুদ্ধার কর্মসুচির উদ্দেশ্য সমূহ নিম্নরূপঃ

- ❖ উদ্ভিদ ও প্রাণীকূলের বংশ বৃদ্ধি
- ❖ রক্ষিত অঞ্চলে জনবসতি স্থাপন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নতুন বন সৃজনসহ জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন
- ❖ হাতী, বনমোরগ, উল-ুক, ধনেশ সহ বিপদাপন্ন প্রাণীদের নিরাপদ বাসস্থান নিশ্চিত করা
- ❖ বন্যপ্রাণীর অবাধ চলাচল,খাদ্য ও আশ্রয় নিশ্চিত করা
- ❖ নিয়ন্ত্রিত ইকো-টুরিজমের বিকাশ
- ❖ জলাশয়ের বিজ্ঞান ভিত্তিক ব্যবহার, ইত্যাদি।

২.২ বর্তমান বনাঞ্চল এবং তদসংলগ্ন ল্যান্ডস্কেপ ম্যাপ হালনাগাদকরণ

- ❖ বর্তমান বনাঞ্চল এবং ল্যান্ডস্কেপ এলাকার বাস্ড়ব সম্মত ও পরিবেশ বান্ধব ম্যাপ তৈরী করা প্রয়োজন।
- ❖ ম্যাপে বিভিন্ন জোন যথা: পর্যটন জোন, ঐতিহাসিক স্থান / নিদর্শন সুস্পষ্ট উলে- খ থাকতে হবে।

২.৩ সীমানা চিহ্নিতকরণ

সীমানা চিহ্নিতকরণের জন্য যথাযথভাবে সার্ভে করার পর সীমানা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সীমানা পিলার স্থাপনা করা হবে। এর পাশাপাশি সচেতনতা ও নির্দেশনামূলক সাইনবোর্ড ও বিলবোর্ডও স্থাপন করা যেতে পারে। ইতিপূর্বে স্থাপিত সাইনবোর্ড ও বিলবোর্ড প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মেরামত ও পূণঃমুদ্রণ করা দরকার। সীমানার চারিদিকে বাঁশ ও বেতের বাগান সৃষ্টি করে বন রক্ষায় পদক্ষেপ নেয়া যায়।

২.৪ অবৈধভাবে গাছ কাটা / বনে আগুন দেয়া / বিল সেচা এবং পশু চরানো নিয়ন্ত্রণ করা

উপরোক্ত বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রনে নিম্নবর্নিত ব্যবস্থা গ্রহন করা যেতে পারে ঃ

- ❖ অবৈধ গাছ কাটা নিয়ন্ত্রণে বন বিভাগের কর্মীদের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ ও উপকরণ সরবরাহ
- ❖ যৌথ টহল দল পূর্ণগঠন ও শক্তিশালী করা
- ❖ যৌথ টহল দলের সদস্যদের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা
- ❖ এক্ষেত্রে, বিভিন্ন প্রকল্প ও দাতা সংস্থা হতে সাহায্যে আহবান করা যেতে পারে
- ❖ জীববৈচিত্র রক্ষা কাজে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে মাঠকর্মী ও স্থানীয় লোকজনদের কেউ দৃষ্টান্ড় মূলক অবদান রাখতে পারলে তাকে পুরস্কারের ব্যবস্থা করা
- ❖ সহ-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি করা
- ❖ বন নির্ভর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির উদ্যোগে বিকল্প আয়-বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্ড়বায়ন করা
- ❖ ল্যান্ডস্ক্যাপ এলাকার সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা
- ❖ অবকাঠামো (স্কুল, রাস্ড়াঘাট, ব্রীজ/কালভার্ট) উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহন ও বাস্ড়বায়ন করা
- ❖ আগুন নির্বাপনে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা
- ❖ বনে গোচারণ বন্ধে গবাদি পশুর মালিকদের সচেতন করা
- ❖ বনভূমির অবৈধ দখল মুক্ত করা ও অবৈধ দখলরোধে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা
- ❖ সিএম সি ও বন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সভার মাধ্যমে বিভিন্ন সিদ্ধান্ড় গ্রহণ ও বাস্ড়বায়ন করা
- ❖ গন সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচারনা চালানো সহ প্রচারণার মাধ্যমে সভা ও সমাবেশ করা

৩.০ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

৩.১ উদ্দেশ্য

এই ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের প্রধান উদ্দেশ্য হলো :

- ❖ হুমকীর সম্মুখীন নির্বাচিত বনাঞ্চলের কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তোলা যাতে করে জীববৈচিত্র্য রক্ষা সহ এর উন্নয়ন সাধিত হয়
- ❖ রক্ষিত এলাকার গাছপালা বৃদ্ধির মাধ্যমে বন্যপ্রাণী বসবাসের উপযোগী করে তোলা
- ❖ বনের সম্ভাবনাময় উৎস্যগুলোকে সংরক্ষণ করা যার মধ্যে নির্বাচিত জীববৈচিত্র্যও অন্ড়র্ভূক্ত থাকবে
- ❖ স্টেকহোল্ডারদের পরামর্শ ও কার্যকর অংশ গ্রহণের মাধ্যমে সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিকে শক্তিশালীকরণ

৩.২ তদসংলগ্ন ল্যান্ডস্কেপ এলাকা ব্যবস্থাপনা

ল্যান্ডস্কেপ এলাকা ব্যবস্থাপনায় সিএমসি কর্তৃক উপকমিটি গঠন করে বিভিন্ন কর্মসূচীর ও বাস্ড়বায়ন এবং এর মনিটরিং করা যেতে পারে। এছাড়াও জনস্বার্থে কালভার্ট নির্মান, মাটির রাস্ড়ার উন্নয়ন, মাছ চাষ, রাস্ড়ার পাশে বনায়ন, ক্ষুদ্র কুঠির শিল্প, বাঁশ ও বেতের সামগ্রী উৎপাদন, রক্ষিত এলাকার চতুরপার্শে বাঁশ ও বেতের সুবজ বেষ্টনী এবং এলাকার জনগনের মধ্যে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার কর্মসুচী, স্বল্পমূল্যে উন্নত চুলা স্থাপন, সম্প্রসারণ, ম্যালিরিয়া নিয়ন্ত্রণে সচেতনতা বৃদ্ধি ও চিকিৎসা সেবা ইত্যাদি নিশ্চিত করা যেতে পারে।

সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে ল্যান্ডস্কেপ এলাকার কর্মরত বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে সমন্বয় সাধন করা যেতে পারে।

৩.৩ রক্ষিত এলাকার মূল অংশ (কোর জোন) ব্যবস্থাপনা

৩.৩.১ আবাসস্থল উন্নয়ন কার্যক্রম

রক্ষিত এলাকার আবাসস্থল উন্নয়নের লক্ষ্যে নিম্নবর্নিত কার্যক্রম গ্রহন করা যেতে পারে

৩.৩.১.১ এনরিচমেন্ট প- ান্টেশন

কোর জোনের ক্ষতিগ্রস্থ অংশ যেখানে প্রাকৃতিকভাবে বনের স্বাভাবিক পূনর"জ্জীবন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্থ হচ্ছে সেখানে বনায়ন করা সহ বিদ্যমান প্রাকৃতিক বনের যথাযথ ব্যবস্থাপনা করা প্রয়োজন। এনরিচমেন্ট প- ান্টেশন এর আওতায় হাতি, হরিণ, বনমোরগ, শুকর সহ পক্ষীকূলের জন্য খাদ্য উৎপাদনকারী ফলদ গাছ দ্বারা এনরিচমেন্ট প- ান্টেশন করা যেতে পারে।

৩.৩.১.২ ঘাস জমির উন্নয়ন

তৃণভোজী বন্যপ্রাণীদের খাদ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে সুবিধা জনক স্থানে ঘাস বাগান সৃষ্টি করা যেতে পারে। ঘাস জমির উন্নয়ন এর মাধ্যমে পাহাড়ী বনভূমির প্রাকৃতিক ক্ষয়রোধ, তৃণভোজী প্রাণীকূলের খাদ্য যোগান এবং ন্যাড়া বনভূমি সবুজায়ন তথা পশু খাদ্যের জন্য ঘাস চাষের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

৩.৩.১.৩ জলাশয় রক্ষণাবেক্ষণ

বণ্যপ্রাণীদের জন্য বনের অভ্যন্ড়রে পানীয় জলের সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য জলাশয় সংস্কার/পূণঃখনন করা যাতে সারা বছর পানীয় জল পাওয়া যায়।

৩.৩.১.৪ বিশেষ আবাসস্থল রক্ষণাবেক্ষণ

বিশেষ বিশেষ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন ধরনের আবাসস্থল ব্যবস্থাপনা করা প্রয়োজন। বন্যপ্রানীর খাবার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার জন্য আলাদা বনায়ন সহ বিদ্যমান বনজ ও ফলদ গাছ সংরক্ষণে ব্যবস্থা গ্রহন করা দরকার।

হিমছড়ি জাতীয় উদ্যানে বিচরনকারী হাতির জন্য নিরাপদ আশ্রয়স্থল গড়ে তোলার ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। এই ব্যবস্থাপনার মধ্যে হাতির খাদ্যের জন্য বাঁশ ও কলা বাগান সৃজনের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৩.৩.১.৫ ওয়াটারশেড ব্যবস্থাপনা

হিমছড়ি রক্ষিত এলাকায় পানির প্রবাহ যেন কোন অবস্থাতেই বাধাগ্রস্ড় না হয় সে বিষয়ে ব্যাপক এলাকা ওয়াটার শেড ব্যবস্থাপনার অধীনে আনার পরিকল্পনা এবং এর বাস্ড়বায়ন করা অপরিহার্য।

৩.৩.২ পরিবেশ বান্ধব কর্মকান্ড পূনরুদ্ধার

হিমছড়ি রক্ষিত এলাকায় একসময় দেশীয় প্রজাতির অনেক গাছ-গাছড়া ছিল। কিন্তু বর্তমানে সেগুলো বিলুপ্তির পথে যেমন: বট, অশ্বথ, আমলকি, বহেরা, হরিতকি, ইত্যাদি। এ লক্ষ্যে বিলুপ্ত প্রজাতির গাছ ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে এই সমস্ড় গাছের চারা দ্বারা হিমছড়ি জাতীয় উদ্যানের বনায়নের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৩.৩.২.১ রক্ষিত বনাঞ্চল সংক্ষণের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গ্রহন ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন

রক্ষিত এলাকার বন পূর্বের স্বল্প সময়ের মধ্যে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে বিশেষ প্রশিক্ষন কর্মসূচী গ্রহন এবং এর বাস্ড় বায়ন সহ দীর্ঘমেয়াদী বিভিন্ন বিষয়ে গবেষনার জন্য একটি উপ-কেন্দ্র স্থাপন করা যেতে পারে।

৩.৩.২.২ তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপকরণ

ওয়ারলেস, জিপিএস, ইন্টারনেট, মোবাইল ও যানবাহন সরবরাহের মাধ্যমে সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে আধুনিকীকরন করা যেতে পারে।

৩.৪ কোর অঞ্চল সংলগ্ন এলাকা

৩.৪.১ বাফার অঞ্চল

হিমছড়ি রক্ষিত এলাকার মূল/কোর অঞ্চলকে সুরক্ষার জন্য বাফারজোনকে বিভিন্ন প্রজাতির চারা এবং বাঁশ ও বেত বনায়ন এর মাধ্যমে সবুজায়ন করে গড়ে তোলা প্রয়োজন।

৩.৪.২ ল্যান্ডস্কেপ অঞ্চল

ল্যান্ডস্কেপ অঞ্চল এ বসবাসরত বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সহায়তা প্রদান ও আত্ন-নির্ভরশীল করার জন্য ল্যান্ডস্কেপ এলাকার রাস্ড়ঘাটের উন্নয়ন, কালভার্ট স্থাপন ও অন্যান্য বিকল্প আয়বর্ধনমূলক কর্মসুচী গ্রহণ করা যেতে পারে। এই লক্ষ্যে করনীয় বিষয়গুলি হচ্ছে ঃ

- ❖ জবর দখলকৃত বনভূমি উদ্বার করে বনায়নের আওতায় আনা
- ❖ খালের দুই পাশে বাঁশের বাগান সৃজন করা
- ❖ ফলজ ও ঔষধি চারা রোপন
- ❖ প্রশিক্ষনের মাধ্যমে ইকো-ট্যুর গাইড তৈরী। উলেণ্ঢখ্য যে বর্তমানে হিমছড়ি জাতীয় উদ্যানে ১৩ জন প্রশিক্ষিত ট্যূর গাইড রয়েছে। এর সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন
- ❖ তাঁত বুনন প্রশিক্ষণ
- ❖ নার্সারীতে চারা উত্তোলন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষন ও সহায়তা প্রদান
- ❖ বনের উপর জ্বালানীর চাপ কমানোর জন্য ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় পরিবেশ বান্ধব উন্নত চুলা স্থাপন
- ❖ মৎস্য আহরণে সহায়তা প্রশিক্ষন সহ প্রদান
- ❖ সমন্বিত সবজি চাষের উপর প্রশিক্ষণ ও বীজ সহায়তা প্রদান

৪.০ জীবিকায়ন এবং ভেলু চেইন কর্মসূচী

৪.১ উদ্দেশ্য

জীবিকায়ন এবং ভেলু চেইন কর্মসূচীর প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে ঃ

- ❖ বন নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর বিকল্প কর্ম সংস্থানের মাধ্যমে রক্ষিত এলাকার উপর চাপ কমানো।
- ❖ স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্যের স্থায়ী বাজার তৈরী করা।

৪.২ ভ্যালু চেইন কনজারভেশন এন্টারপ্রাইজ

ভ্যালু চেইন প্রক্রিয়াকে টেকসই করার জন্য একই পেশায় নিয়োজিত স্থাণীয় জনগোষ্টীকে দলবদ্ধকরণ, দলগতভাবে কাঁচামাল সংগ্রহ, বাজারজাতকরণে উদ্ধুদ্ধকরণ এবং বাজারের সাথে সংযোগ সৃষ্ট করে দেওয়া। বনের উপর নির্ভরশীলতা কমানোর জন্য হিমছড়ি সিএমসির আওতায় ৩৫ টি ভিসিএফ সহ সিপিজি, এফসিসি এবং অন্যান্য সংগঠনে ভ্যালু চেইনের বিকল্প আয়বর্ধক কর্মসূচী বাস্ড়বায়ন করা হচ্ছে। প্রতি ভিসিএফ হতে ৩০ জন দরিদ্র সদস্যকে নির্ধারিত ৪ টি ট্রেডে (কৃষি, মৎস্য চাষ, বাঁশ-বেতের জিনিস তৈরী এবং কৃষি বন) দলগতভাবে বিভক্ত করে প্রয়োজনীয় উপকরণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ল্যান্ডস্কেপ উন্নয়ন তহবিলের মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে গ্র“প ভিত্তিক বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে বিকল্প আয়বর্ধক কর্মসূচী বাস্ড়বায়ন করা হচ্ছে।

৪.২.১ কৃষি এবং হর্টিকালচার ফসল

৪.২.১.১ সমন্বিত বসত ভিটা খামার ব্যবস্থাপনা ঃ সমন্বিত বসত ভিটা খামার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শাকসবজি্ ও ফলজবৃক্ষ চাষাবাদে উন্নত প্রযুক্তি সংক্রান্ড়প্রশিক্ষনের মাধ্যমে উৎসাহ প্রদান করা যেতে পারে।

৪.২.১.২ উচ্চফলনশীল ও উচ্চ মূল্যের ফসলের চাষাবাদ ঃ উন্নততর ফলের চারা যেমন: আম, বাউকুল, আপেলকুল, লটকন, জামর“ল, পেয়ারা ইত্যাদি চারা লাগানোর ব্যাপারে প্রশিক্ষন এবং উৎসাহ প্রদান।

৪.২.১.৩ ভিলেজ নার্সারি ঃ হিমছড়ি জাতীয় উদ্যানের আশেপাশের গ্রামে বসতবাটি ভিত্তক ভিলেজ নার্সারী স্থাপন কর্মসূচী গ্রহনে উৎসাহ প্রদান।

৪.২.১.৪ হর্টিকালচার এগ্রো ফরেষ্টী ঃ হর্টিকালচার এগ্রো ফরেষ্ট্রীর মাধ্যমে বাফারজোন ও ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে কর্মসূচী গ্রহন ও বাস্ড়বায়ন করা যেতে পারে।

৪.২.১.৫ মৎস্য চাষ

হিমছড়ি জাতীয় উদ্যানের ল্যান্ডস্কেপ জোনে বর্তমানে যেসব জলাধার বিদ্যমান রয়েছে সেগুলি উন্নয়নের মাধ্যমে অংশীদারী ভিত্তিতে দেশীয় প্রজাতির মৎস্য চাষ প্রকল্প হাতে নেওয়া যেতে পারে।

৪.২.২ বাঁশ সম্পদ উন্নয়ন

বাঁশ ও বেত সম্পদ উন্নয়নে জনগনের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং বাফর জোনে বাঁশ ও বেত বাগান সৃজন করার কর্মসুচী নেওয়া যেতে পারে।

৪.২.৩ হস্তশিল্প / তাঁত শিল্প

নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী সহ স্থানীয় জনগনের উন্নয়নে ইকো-বান্ধব হস্ড়শিল্প / তাঁত শিল্প কর্মসূচী হাতে নেওয়া যেতে পারে।

৪.২.৪ উন্নত চুলা

- ❖ উন্নত চুলা স্থাপনে দক্ষ কারিগর তৈরীর বিষয়ে প্রশিক্ষন প্রদান
- ❖ উন্নত চুলা স্থাপনে ল্যান্ডস্ক্যাপ এলাকার জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা
- ❖ সিএমসি'র উদ্যোগে স্বল্প মূল্যে ল্যান্ডস্ক্যাপ এলাকার জনগণের মাঝে উন্নত চুলা স্থাপন/ সরবরাহের ব্যবস্থা করা। এক্ষেত্রে, জিটিজেড এর কাছ থেকে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা গ্রহণ করা যেতে পারে।

সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির উদ্যোগে বন নির্ভর দরিদ্র জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সরকার ও দাতা গোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে, বিষয় ভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্ড়বায়ন করা যেতে পারে।

৫.০ ফেসিলিটিজ (অবকাঠামো মূলক) উন্নয়ন কর্মসূচি

৫.১ উদ্দেশ্যসমূহ

আগত পর্যটকগণ যাতে স্বাচ্ছন্দে হিমছড়ি জাতীয় উদ্যানে ভ্রমন এবং পর্যাপ্ত আনন্দ/জ্ঞান লাভ করতে পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা। পরিবেশবান্ধব পর্যটনের লক্ষ্যে পর্যটকদের পাশাপাশি বন ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত বন বিভাগের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অবস্থান ও পর্যাপ্ত নিরাপত্তা প্রদানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা। সর্বোপরি সিএমসিকে শক্তিশালী করা সহ স্বচ্ছলতার প্রয়াস গ্রহন।

৫.২ সুবিধাদি উন্নয়ন

কলাতলী, ঝিলংজা, লিংকরোড এবং হিমছড়ি বনবীটের কর্মীদের আবাসন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ করা। সিএমসি অফিস স্থাপনসহ ষ্টুডেন্ট ডরমেটরী নির্মান করা।

৫.৩ বনে হাটার রাস্তা/ট্রেইল নির্মান

জাতীয় উদ্যানের চলাচলের জন্য ফ্রুট ট্রেইল, প্রয়োজনীয় স্থানে কালভার্ট নির্মান সহ ইকো শেড নির্মান করা যেতে পারে।

৬.০ দর্শনার্থী ব্যবস্থাপনা কর্মসুচি

৬.১ উদ্দেশ্যসমূহ

- ❖ পরিবেশ বান্ধব পর্যটনের বিকাশ
- ❖ এলাকাবাসীর বিকল্প জীবিকায়নের সুযোগ সৃষ্টি
- ❖ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের শিল্প ও সংস্কৃতির বিকাশ
- ❖ পার্কিং স্পট সংস্কার ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে নির্বিঘ্ন পর্যটনে সহায়তা
- ❖ সরকারী রাজস্ব আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটিকে আর্থিকভাবে সমৃদ্ধ করা।

৬.২ পরিবেশ বান্ধব পর্যটন

৬.২.১ পরিবেশ বান্ধব পর্যটন এলাকা চিহ্নিতকরণ

- ❖ হিমছড়ি পিকনিক স্পট, কলাতলী পিকনিক স্পট, রেজু মোহনা, কলাতলী বোটানিক্যাল গার্ডেন, হিমছড়ি ঝর্ণা, মাঝের ছড়া, তারাবুনিয়া-চাইন্দা ইত্যাদি স্থান গুলিতে পর্যটন স্পট হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

৬.২.২ সুবিধাদি উন্নয়ন

৬.২.২.১ প্রবেশ ফি

- ❖ প্রত্যেকটি স্পটে বিদ্যমান সুযোগ সুবিধার ভিত্তিতে বিভাগের সাথে আলোচনার মাধ্যমে প্রবেশ ফি নির্ধারন এবং যথাযথভাবে হিসাবায়নের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

৬.২.২.২ প্রকৃতি এবং হাইকিং ট্রেইল

- ❖ দেশী, বিদেশী পর্যটকদের জন্য ছোট বড় এবং মাঝারী প্রাকৃতিক হাইকিং ট্রেইল কর্মসূচী ইতোমধ্যে হাতে নেওয়া হয়েছে।

৬.২.২.৩ পিকনিকের জন্য সুবিধাদি

- ❖ উলে- খিত ৭ টি স্থানে পিকনিক স্পটে পরিবেশবান্ধব সুযোগ সুবিধা গড়ে তোলা যেতে পারে।

৬.২.২.৪ কমিউনিটি ভিত্তিক পরিবেশ বান্ধব পর্যটন

- ❖ ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় বসবাসরত পরিবারের মধ্যে ইকো কটেজ, ইকো শপিং কর্ণার ইত্যাদি স্থাপনে উৎসাহ প্রদান করা যেতে পারে।

৬.২.২.৫ পরিবেশ বান্ধব পর্যটন নিয়ন্ত্রণ

প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ইকোট্যুর গাইডদের মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব পর্যটন নিয়ন্ত্রণ করার উদ্যোগ নেওয়া যায়। তাছাড়াও পরিবেশ বান্ধব পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের জন্য নিম্নবর্ণিত কর্মসূচী হাতে নেওয়া যেতে পারে ঃ

- ❖ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ইকোট্যুর গাইড এবং প্রচার নির্দেশিকার মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে ইকো-ট্যুর সম্পাদন
- ❖ ফুট ট্রেইল তৈরী এবং জীববৈচিত্রের থ্রি ডি প্রদর্শন কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে পর্যটকদের ভ্রমন আনন্দদায়ক করা
- ❖ রোপওয়ে/ পরিবেশ বান্ধব ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ
- ❖ নেচার ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টার নির্মান
- ❖ স্টুডেন্ট ডরমেটরী/ ইকো কটেজ নির্মান
- ❖ টুরিষ্ট ক্যাম্প স্থাপন সহ গাড়ী পাকিং এর ব্যবস্থা করা

৬.৩ সংরক্ষণ বিষয়ক শিক্ষা ও সচেতনতা সৃষ্টি

৬.৩.১ পর্যটন শিক্ষার জন্য ইন্টারপ্রিটেটিভ মাধ্যম

পর্যটন শিক্ষার জন্য বিভিন্ন ইন্টারপ্রিটেটিভ মাধ্যম টুরিষ্ট হেলপ ডেস্ক ইত্যাদি স্থাপনের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত সম্পর্কে পর্যটকদের অবহিত করা। রক্ষিত এলাকার করনীয় এবং বর্জনীয় বিষয়গুলি উলেণ্টখ পূর্বক সাইন বোর্ড/বিল বোর্ড স্থাপন করা সহ ওয়েব সাইট সৃষ্টির মাধ্যমে আগাম তথ্য সরবরাহের উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে।

৬.৩.২ পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষা

পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষা প্রতিমাসে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের উদ্যান পরিদর্শনের কর্মসুচী গ্রহণ এবং পরিবেশ বিষয়ে তাদেরকে ধারনা দেওয়ার পদক্ষেপ গ্রহন করা যায়। সিএমসি সদস্যদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে দেশ-বিদেশের রক্ষিত এলাকা পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৭.০ অংশগ্রহণ মূলক মনিটরিং সক্ষমতা বৃদ্ধিকরন কর্মসূচী

৭.১ উদ্দেশ্যসমূহ

- ❖ নিবিড় ভাবে সকল ষ্টেকহোল্ডারদের মনিটরিং সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে
- ❖ মনিটরিং এর ভিত্তিতে পরিকল্পনা গ্রহণ ও সুষ্ঠু বাস্ড়বায়নের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে

৭.২ অংশ গ্রহণমূলক মনিটরিং

- ❖ ক্রস ভিজিট, যৌথ সমীক্ষা এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে দক্ষতা বাড়ানো
- ❖ বাস্ড়বায়িত/বাস্ড়বায়িতব্য কাজের গুনগত মান নিশ্চিতকরণ।

৭.৩ প্রশিক্ষন

মনিটরিং কর্মসুচী ফলপ্রসূ করার জন্য সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সদস্যসহ সকল ষ্টেকহোল্ডার যারা এ কাজের সাথে সম্পৃক্ত হবে তাদের সবাইকে প্রশিক্ষণের আওতায় আনা প্রয়োজন।

৮.০ প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন কর্মসূচী

৮.১ উদ্দেশ্যসমূহ

- ❖ সহ-ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান গুলোর দক্ষতা বৃদ্ধি সহ গতিশীল করা
- ❖ জনবল বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণ প্রদান
- ❖ বনভূমি, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, ইকো টুরিজম ইত্যাদি সুষ্টুভাবে বাস্ড়বায়নের মাধ্যমে ইপসিত লক্ষ্য মাত্রা অর্জন।

৮.২ স্টাফিং

রক্ষিত এলাকার সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার জন্য কর্মকর্তা ছাড়াও নিম্নবর্নিত কর্মচারী অপরিহার্য ঃ

- ❖ অফিস সহকারী কাম হিসাব রক্ষক ১ জন
- ❖ ওয়াইল্ড লাইফ কিপার ৫ জন
- ❖ টিকেট কালেক্টর ৭ জন
- ❖ নিরাপত্তা কর্মী ৭ জন
- ❖ বাগান মালি ৫ জন
- ❖ পিয়ন ১ জন
- ❖ থ্রিডি ডাইমেনশন অপারেটর / আইটি এক্সপার্ট ১ জন

৮.৩ দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ

- ❖ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সহ-ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের সকল সদস্যদের সম্পূর্ন ওয়াকিবহাল থাকা বাঞ্ছনীয়
- ❖ অর্পিত দায়িত্ব উপলব্ধি এবং তা নিষ্ঠার সহিত পালন

৯.০ বাজেট

৯.১ প্রয়োজনীয় ইনপুট এবং নির্দেশক মূলক বাজেট প্রাক্কলন

- ❖ হিমছড়ি জাতীয় উদ্যান ব্যবস্থাপনা কর্তৃক পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে গ্রহীত কার্যক্রমের বাস্ড়বায়নযোগ্য বাৎসরিক / পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রনয়ণ ও সম্ভাব্য খরচের বাজেট প্রস্তুত করত সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের অনুমোদন গ্রহন
- ❖ কার্যক্রম বাস্ড়বায়নে নিজস্ব তহবিল সৃষ্টি সহ বহিঃ উৎস্য পাওয়ার প্রচেষ্টা করা
- ❖ প্রাক্কলিত বাজেট নিয়ন্ত্রণ এবং বাজেট অনুযায়ী কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্ড়বায়ন

৯.২ বাজেট পরিবর্তন/পরিমার্জন

- ❖ পরিকল্পনা বাস্ড়বায়নাধীন সময়ে বাজার মূল্য অনুযায়ী দ্রব্যমূল্য মূল্যস্ফীতির কারনে বাজেট সংশোধন করা যেতে পারে।
- ❖ কাজের স্বাথে বাজেট পরিবর্তন/পরিবর্ধন/পরিমার্জন করত সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের অনুমোদন সাপেক্ষে কার্যক্রম বাস্ড়বায়ন করা।

১০.০ সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলির ধারাবাহিকতা বজায় রাখার কৌশল

প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন গুলি যাতে ফলপ্রসু এবং কার্যকর ভাবে রক্ষিত এলাকা গুলো সংরক্ষন এবং উন্নয়ন কার্যক্রমের ধারাবহিকতা বজায় রাখতে পারে সেই লক্ষ্যে আইপ্যাক এর কর্মপরিকল্পনায় সক্রিয় এবং বাস্ড়বসম্মত পদক্ষেপ গ্রহনের দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে, যা নিম্নরূপঃ

১০.১ আইপ্যাকের আওতাধীন ২৫টি রক্ষিত এলাকার জন্য এলাকা ভিত্তিক ধারাবাহিকতার কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ন ঃ

ধারাবাহিকতা বজায় রাখার লক্ষ্যে ১৬টি রক্ষিত বন এবং ৫টি রক্ষিত জলাভূমির জন্য যে ২১ টি রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রনয়ন করা হয়েছে তাতে দিকনির্দেশনা সম্বলিত এ অনুচ্ছেদটি সংযোজন করা হয়েছে। সহ-ব্যবস্থপনা সংগঠনগুলি যদি সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় উলেণ্ঢখিত দিকনির্দেশনা মোতাবেক তাদের সাংগঠনিক কার্যক্রমগুলো যথাযথ ভাবে পরিচালনা করে তবে প্রকল্প মেয়াদান্ড়ে তাদের ধারাবাহিকতা অবশ্যই বজায় থাকবে।

১০.২ ধারাবাহিকতার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং মানব সম্পদ উন্নয়নঃ

প্রশিক্ষনের মাধমে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধিসহ দলগত কর্মদক্ষতা উন্নয়নের ভিত্তিতে সহ-ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা আইপ্যাক প্রকল্পের অন্যতম মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে প্রশিক্ষনের পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনায় বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। এখানে উলেণ্ঢখ করা প্রয়োজন যে সহ-ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান গুলির ব্যবস্থাপনার জন্য যে সকল সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে সেই মোতাবেক সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলি তাদের কর্মকান্ড পরিচালনা করছে কিনা সেই বিষয়গুলি নিশ্চিত করতে হবে। যেমন ঃ

- ❖ যথাসময়ে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের নির্ধারিত সভাগুলো অনুষ্ঠিত হওয়া (যেমন: সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি, পিপলস্ ফোরাম, নিসর্গ সহায়ক, ভিলেজ কমিউনিটি ফোরাম এর নির্ধারিত সভাগুলো)।
- ❖ প্রতিটি সভার কার্যবিবরনীসহ সিদ্ধান্ড় নির্ধারিত মহলে প্রেরন করা
- ❖ ভিসিএফ, এন এস এবং পি এফ সংগঠন গুলোর কার্যক্রম নিয়মিত ভাবে সিএমসি কর্তৃক মনিটর করা।
- ❖ সংশি- ষ্ট সরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে নির্ধারিত সভাগুলো যথা সময়ে সম্পাদন করা, ইত্যাদি।

এছাড়াও আর্থিক ব্যবস্থাপনা যাতে নিয়মনীতি মোতাবেক স্বচ্ছতার সাথে পরিচালিত হয় সে বিষয়েও নিশ্চিত হতে হবে। যেমনঃ

- ❖ সহ-ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের (সিএমসি/আরএমও) বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়ন এবং নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট হতে অনুমোদন করা।
- ❖ সহ-ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের সকল আয় ব্যয় স্বচ্ছতার সাথে হিসাবায়িত করা
- ❖ দক্ষতার সাথে রক্ষিত এলাকার প্রবেশ ফি সহ অন্যান্য ফি আদায়
- ❖ কাউন্সিল কমিটিতে সিএমসি/আরএমও এর আর্থিক প্রতিবেদন উপস্থাপন এবং অনুমোদন করিয়ে নেওয়া
- ❖ নির্ধারিত সময়ে অভিজ্ঞ অডিটর দ্বারা হিসাব নিকাশ অডিট করানো, ইত্যাদি।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে সুষ্ঠু প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা এবং স্বচ্ছ আর্থিক ব্যবস্থাপনার উপরই সহ-ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের ধারাবাহিকতা নির্ভলশীল।

উলেণ্ঢখ্য যে সহ-ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি 'পারফরমেন্স মনিটরিং স্কোরকার্ড' প্রনয়ন করা হয়েছে যা কার্যকর ভাবে সম্পাদিত কার্যক্রম/উন্নয়ন ধারাবাহিক ভাবে মূল্যায়িত হচ্ছে। প্রসঙ্গত যে এই কার্য্যক্রমের মাধ্যমে সরকারী প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা এবং প্রতিশ্র"তি বৃদ্ধি পাবে যা সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন ও এর অঙ্গ সংগঠনগুলোর সাথে সংরক্ষনের বিষয়ে সমর্থন বৃদ্ধি করবে ফলশ্র"তিতে একত্রে কাজ করা সহজ হবে।

১০.৩ দীর্ঘ মেয়াদী এবং সম্বন্বিত আর্থিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা ঃ

প্রতিটি রক্ষিত এলাকায় নিদিষ্ট সম্ভাবনাময় বিষয়গুলি চিহ্নিত করে দীর্য়মেয়াদী এবং সমন্বিত আর্থিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে সকল সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সোসাল ওয়েল ফেয়ার দপ্তরে নিবন্ধন করা যাতে তারা তহবিল সংগ্রহ/সৃষ্টি এবং এর ব্যবস্থাপনা করতে পারে। তহবিল সংগ্রহ সম্ভাবনার মধ্যে রয়েছে ঃ

- ❖ রক্ষিত এলাকার প্রবেশ ফি, পার্কিং ফি ইত্যাদি বাবদ প্রাপ্ত রাজস্বের শতকরা ৫০ ভাগ
- ❖ রক্ষিত এলাকার ইকো-ট্যুরিজম থেকে প্রাপ্য আয়ের ভাগ
- ❖ আরন্যক ফাউন্ডেশন এর সাথে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সেতুবন্ধন স্থাপনের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফান্ড
- ❖ সরকারী বরাদ্ধ প্রাপ্তির সুযোগ করিয়ে দেওয়া
- ❖ অন্যান্য দাতা এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে আর্থিক সমর্থন প্রাপ্তির লক্ষ্যে উন্নয়ন প্রকল্প প্রনয়ন এবং দাখিল করা, ইত্যাদি।

উলেণ্ঢখিত সম্ভাবনাগুলো যথাযথ ভাবে কাজে লাগানো গেলে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের ধারাবাহিকতা রক্ষার ক্ষেত্রে যে ব্যাপক অবদান রাখবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

১০.৪ 'নিসগ্য নেটওয়ার্কের' পলিসি এবং আইনগত সমর্থন নিশ্চিতকরনঃ

রক্ষিত এলাকার সহ-ব্যবস্থাপনাকে 'পলিসি এবং আইনগত' সমর্থন লাভের লক্ষ্যে নতুন 'রক্ষিত এলাকা নীতিমালা' প্রনয়নসহ সহ সহ-ব্যবস্থাপনা ধারনাকে অন্র্ড়ভূক্ত করে বিদ্যমান 'বন আইন' এবং 'বন্যপ্রানী আইন' সংশোধন কার্যক্রম প্রায় চূড়ান্ড় পর্যায়। এছাড়াও বিদ্যমান জাতীয় বন নীতিতে ও 'সহ-ব্যবস্থাপনা ধারনাকে' অর্ন্ড়ভূক্ত করে বন বিভাগ একটি যুগোপযোগী জাতীয় বননীতি প্রনয়নের কাজ হাতে নিয়েছে। এ ক্ষেত্রে আইপ্যাকের অর্জন যথেষ্ট উৎসাহব্যঞ্জক।

রক্ষিত এলাকার সহ-ব্যবস্থাপনাকে বিভিন্ন মহলে তুলে ধরা সহ সরকারী সমর্থন আদায় এবং সরকারী আর্থিক এবং কারিগরী সহায়তা প্রাপ্তির সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রগুলি কাজে লাগানো গেলে সরকারের সক্রিয়/ফলপ্রসু সহযোগী হিসাবে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের ধারাবাহিকতা রক্ষা নিশ্চিত হবে।

১০.৫ মত-বিনিময়ের মাধ্যমে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলির মধ্যে নেটওর্য়াক স্থাপন ঃ

রক্ষিত এলাকা সংরক্ষনে 'সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি' বাংলাদেশ সরকারের আইন এবং পলিসি গত সমর্থন লাভ সহ আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির নিমিত্তে কার্য্যকর প্রভাব বিস্ড়ারের লক্ষ্যে একটি জাতীয় কণ্ঠ (National Voice) এবং মঞ্চ (Platform) স্থাপনের জন্য সহ-ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান গুলির মধ্যে মতবিনিময়ের মাধ্যমে কার্য্যকর নেটওয়ার্কিং গড়ে তোলা জর"রী। এই লক্ষ্যে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন গুলোর সংশিণ্টষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা এবং জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপন করা জর"রী। এছাড়াও সহ-ব্যবস্থাপনা নেটওর্য়াক এর মাধ্যমে বিভিন্ন জাতীয় ফোরামে সহ-ব্যবস্থাপনা বিষয়টি উপস্থাপনের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহন করা প্রয়োজন।

১১.০ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং অভিযোজন পরিকল্পনা

১১.১ জলবায়ু পরিবর্তন

জলবায়ু হচ্ছে কোন এলাকার কমপক্ষে ৩০ বছরের গড় আবহাওয়া। কোন নির্দিষ্ট ঋতুতে একটি এলাকার আবহাওয়ার লক্ষণীয় পরিবর্তন হয় জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে। জলবায়ু পরিবর্তন একটি নিয়মিত প্রাকৃতিক ঘটনা কিন্তু মানুষের কর্মকান্ডে তা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে যা বৈশ্বিক উষ্ণায়ন নামে অভিহিত। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে মানব অস্ড়িত্বসহ এ গ্রহের জীববৈচিত্র্য হুমকির সম্মুখীন।

১১.২ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণসমূহ

প্রাকৃতিক কারণ ঃ যেমন: ভূ-কম্পন, সৌর শক্তির তারতম্য, পৃথিবীর কক্ষীয় পরিবর্তন, আগ্নেয়গিরি, সামুদ্রিক স্রোতের তারতম্য, ক্রমাগমন ইত্যাদি।

মনুষ্য সৃষ্ট কারণ ঃ যেমন: গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ, বৈশ্বিক উষ্ণতা, বনাঞ্চল ধ্বংস, ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তন ইত্যাদি।

১১.৩ হিমছড়ি জাতীয় উদ্যান এবং এর ল্যান্ডস্কেপে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবসমূহ

১১.৩.১ সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি

- ধারনা করা হয় যে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা ৪৫ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পেলে ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের ১০-১৫% ভূমি পণ্ডাবিত হবে। যার ফলে উপকূলীয় এলাকায় জলাবদ্ধতা বৃদ্ধি পাবে, কৃষি, বসতি ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন ক্ষতিগ্রস্ড় হবে।
- সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ১মিটার বৃদ্ধি পেলে এই অঞ্চলের পানি নিষ্কাশন ব্যহত হবে, পানির লবনাক্ততা বৃদ্ধি পেয়ে কৃষি ও মৎস সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।
- সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পেলে জলোচ্ছাস্জনিত ক্ষতির ব্যাপ্তি ও পরিমান হবে আরও ভয়াবহ যা জাতীয় দুর্যোগ সৃষ্টি করতে পারে।
- দরিদ্র, ভূমিহীন জনগন যাদের বসতবাড়ি করার মত জায়গা নেই তারা বেশি ঝুঁকির মধ্যে পড়বে।

১১.৩.২ অতি বৃষ্টিপাত

জলবায়ু পরিবর্তত হলে দেশব্যাপী বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টিপাত অতিমাত্রায় বাড়বে। এতে বর্ষায় বিশেষ করে রেজুখাল এবং আশপাশের ছড়ায় পানিপ্রবাহ বাড়বে, যা বাড়াবে বন্যার প্রকোপ। অধিক বৃষ্টি, আকস্মিক বন্যা ও মৌসুমী বন্যার পরিমান বৃদ্ধির কারণে আউস বা আমন চাষের এলাকা কমে যাবে এবং ফসলের উৎপাদন ব্যাহত হবে।

১১.৩.৩ নদীর ক্ষীণ প্রবাহ

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে শুকনো মৌসুমে রেজুখাল ও আশপাশের ছড়ার পানির হ্রাস পাবে। নদী/খালের ক্ষীণ প্রবাহের কারণে সামুদ্রিক লোনা পানি অভ্যন্ড়রে প্রবেশ করে পানিতে লবণাক্ততা বাড়িয়ে দেবে। নদী পথে নাব্যতা সংকটের কারণে অনেক এলাকার নৌপথ শুষ্ক মৌসুমে চলাচল বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এতে এলাকার সেচ ব্যবস্থা হুমকির মুখে পড়তে পারে। নদীর ক্ষীন প্রভাব নদী দূষন বৃদ্ধির অন্যতম কারন হতে পারে।

১১.৩.৪ আকস্মিক বন্যা

দেশের দক্ষিন-পূর্বাঞ্চলের ১,৮০০ বর্গ কিঃ মিঃ এলাকা এ ধরনের আকস্মিক বন্যার শিকার। পাহাড়ী এলাকার বৃষ্টিপাতের বাৎসরিক পরিসংখ্যান ও নদীর পানি প্রবাহের ধরন থেকে দেখা গেছে যে, প্রতি ২-৩ বছর পর পর বাংলাদেশে বিশেষ করে দক্ষিন-পূর্বাঞ্চলে এরকম আকস্মিক বন্যা দেখা দেয়।

১১.৩.৫ খরার প্রকোপ

কোন এলাকায় বৃষ্টিপাতের তুলনায় বাষ্পীভবনের মাত্রা বেশী হলে সেখানে খরা দেখা দেয়। অর্থাৎ বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় কম হলে এবং স্থানীক বিচারে বৃষ্টিপাত সমভাবে বন্টিত না হলে খরা দেখা দেয়। কোন অঞ্চলের মাটিতে আর্দ্রতার অভাবে দেখা দেয় খরা; এতে ফসল হানি ঘটে এবং উদ্ভিদাদি জন্মাতে পারে না।

১১.৩.৬ ঝড় ঝঞ্চা

উত্তপ্ত বায়ু ও ঘূর্ণিবায়ু থেকে ঝড়ের উদ্ভব হয়। পানির উত্তাপ বৃদ্ধিই ঘূর্ণিঝড়ের অন্যতম প্রধান কারণ। বাংলাদেশ প্রতি বছর মে-জুন এবং অক্টোবর-নভেম্বর মাসে ঘূর্ণিঝড় দেখা দেয়। ঘূর্ণি ঝড়ের ফলে দক্ষিন-পূর্বে জেলা সমূহে বিশেষ করে কক্সবাজর এবং এর অধীন হিমছড়ি জাতীয় উদ্যান এবং সমুদ্র তীরবর্তী ঝাউ বাগান মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

১১.৩.৭ নদীতীর ও মোহনায় ভাঙ্গন ও ভূমি গঠন

বিগত ২০ বছরের পরিসংখ্যান থেকে দেখা গেছে যে, দক্ষিন-পূর্ব অঞ্চলে ভূমি ক্ষয় ও নদী ভাঙ্গন বেড়েছে। এতে কক্সবাজার জেলার নদীগুলো বিশেষ করে বাখখালী এবং রেজুখালের তীর সমূহ মারাত্নক ভাঙ্গনের কবলে পতিত হয়। অপরদিকে নতুন ভূমি গঠন হলেও বালিয়ারীর কারনে এখনও ভালোভাবে চাষাবাদ করা যাচ্ছে না।

১১.৪ জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াতে হিমছড়ি জাতীয় উদ্যান এবং এর ল্যান্ডস্কেপ এলাকার জন্য করণীয় অভিযোজন সমূহ

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট ঝুঁকি ও দূর্যোগ হ্রাসের নিমিত্তে পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়াতে হিমছড়ি জাতীয় উদ্যান সহ এর ল্যান্ডস্কেপ এলাকার জন্য নিম্নবর্নিত অভিযোজন সমূহ গ্রহন করা যেতে পারে:

১১.৪.১ সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি/ঝড় ঝঞ্চা/আকস্মিক বন্যা/অতি বৃষ্টিপাত/নদীর ক্ষীন প্রবাহ জনিত ঝুঁকির অভিযোজন

- কম সময়ে পাকে এমন ধানের জাত উদ্ভাবন করে তার চাষ করা
- এলাকায় বাড়ীঘর, রাস্ড়াঘাট ও অন্যান্য অবকাঠামো অকাল বন্যা ও ঝড় সহিষ্ণু করে তৈরী করা
- ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিত করে ভূমির ব্যবহার সংক্রান্ড় নীতিমালায় পরিবর্তন আনা এবং ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বসতি স্থাপনে নিরুৎসাহিত করা
- কৃষি, মৎস্য ও পশু পালন ক্ষেত্রে প্রচলিত পদ্ধতিতে উন্নত পরিবর্তন আনা, দুর্যোগ সময়ের আগেই কাটা যায় এমন ফসলের চাষ করা
- ভাসমান সবজী বাগান এবং উঁচু পিট পদ্ধতিতে চাষাবাদের মাধ্যমে এলাকায় বর্ষা মৌসুমে ফসল উৎপাদন করা

- প্রয়োজনীয় সংখ্যায় এলাকা ভিত্তিক গুদাম ও কোল্ড স্টোরেজ তৈরী করে মৌসুমে উৎপাদিত খাদ্যের মজুদ ও সংরক্ষণ করা, যাতে আপদকালীন সময়ে খাদ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা যায়।
- দীর্ঘ শিকড় হয় এমন গাছ লাগানো
- নদীর নব্যতা রক্ষার্থে নিয়মিত ড্রেজিং করা

১১.৪.২ পানির ঝুঁকির অভিযোজন

- শুষ্ক মৌসুমে পানি সংকটের কারণে ফসল ও মাছের উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ড় হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে এর মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাবে। এ ক্ষেত্রে হাজা মজা পুকুর পুণঃ খননের ব্যবস্থা করে মৎস্য চাষ করা।
- বিশুদ্ধ পানির অভাবে নানাবিধ পানি বাহিত রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ড়ের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এ ক্ষেত্রে খাবার পানি হিসেবে বৃষ্টির পানি ধরে রাখার কৌশল ও ব্যবস্থা করা এবং সুপেয় পানির প্রাপ্যতার জন্য কমিউনিটি পুকুর খনন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।

- ভূ-উপরিভাগের পানি পরিমিত ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ কাজ করা সহ পর্যাপ্ত সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা।
- ভু-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার হ্রাস করে চক্রাকারে (Recycle) পানি শোধন করে ব্যবহার করা সহ নদী খালের পানি বিশুদ্ধ রাখা এবং পয়ঃ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন করা।

১১.৪.৩ স্বাস্থ্য ঝুঁকির অভিযোজন

- প্রতি বছর গ্রীষ্মকালে বাংলাদেশে জলবায়ুর প্রকোপ দেখা দেয় এবং এতে শিশুরাই অধিক হারে আক্রান্ড় হয়। শিশুদের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য স্কুলের পাঠ্যক্রমে জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর প্রভাব ও খাপ খাওয়ানো সম্পর্কিত বিষয়াদি অন্ড়র্ভূক্ত করা।
- জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে জনস্বাস্থ্যের উপর কি ধরনের বিরুপ প্রতিক্রিয়া পড়তে পারে তার উপর গবেষণা পরিচালনা করা এবং এর ফলাফলের ভিত্তিতে কর্মসুচি গ্রহণ করা।

১১.৪.৪ উন্নয়ন ঝুঁকির অভিযোজন

- এলাকা ভিত্তিক জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট অবস্থার উপর গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী জোনিং করে সে মতে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। যেমন: নদী ভাঙ্গন বৃদ্ধি পাবে এমন অঞ্চল, খরাক্রান্ড় বা বন্যা কবলিত হবে এমন অঞ্চল, ইত্যাদি।
- কৃষি খাতের উন্নয়নে ক্ষতি এড়ানোর জন্য কম সময়ে পাকে এমন ফসলের জাত এবং বন্যার ঝুঁকি এড়ানো যায় এরকম চাষ পদ্ধতির প্রবর্তন করা।
- উন্নয়ন কর্মকান্ডে সংশিণ্টষ্ট সকল সরকারী বেসরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের জলবায়ু পরিবর্তন, এর প্রভাব ও খাপ খাওয়ানোর উপায়ের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া।
- প্রতিটি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ড় ঝুঁকি মোকাবেলার পরিকল্পনা রাখা এবং এ সংক্রান্ড় প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রাখা।

১১.৪.৫ খরা ঝুঁকির অভিযোজন

- খরা বৃদ্ধির ফলে ফসল হানি ঘটছে, দেখা দিচ্ছে খাদ্যাভাব। অনাহারে-অর্ধাহারে ও অপুষ্টিজনিত স্বাস্থ্যহীনতা দেখা যাচ্ছে ব্যপকহারে।
- অনাবৃষ্টি ও খরার কারণে অনেক জলাভূমি শুকিয়ে যাবে। ফলে জলাভূমি থেকে প্রাপ্ত খাদ্যের যোগান (মাছ, শাক-সবজি) কমে যাবে বা ক্ষতিগ্রস্ড় হবে। এতে খাদ্যের অভাবসহ মূল্য বৃদ্ধি ঘটবে এবং দরিদ্র জনগণের খাদ্য ঝুঁকি বাড়বে।

১১.৫ অভিযোজনের সম্ভাব্য উপায়সমূহ

- সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্রাম-ভিত্তিক দুর্যোগ প্রস্তুতি ও মোকাবেলায় দল গঠন
- দুর্যোগ পূর্ব সতর্কীকরণ ব্যবস্থা গ্রহণ সহ দুর্যোগ পূর্ববর্তী প্রস্তুতি গ্রহণ
- গ্রাম ভিত্তিক তথ্যকেন্দ্র স্থাপন সহ গ্রাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে সমন্বয় সাধন
- কমিউনিটি ভিত্তিক আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ এবং সময়মত আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানান্ড়র
- বেড়ীবাঁধ/বন্যা প্রতিরোধক বাঁধ নির্মাণ/এলাকাভিত্তিক গবাদি পশুর আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ
- বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসনের জন্য বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি সংস্থার সাথে যোগাযোগ স্থাপন
- খাদ্যাভাস পরিবর্তন সহ বিকল্প জীবিকায়ন এর ব্যবস্থা গ্রহণ
- বন্যা সহিষ্ণু নলকূপ স্থাপন/ বৃষ্টির পানি সংগ্রহ ও সংরক্ষন/নতুন পুকুর খনন/পূনঃখনন, ইত্যাদি
- খরা/জলাবদ্ধতা/লবনাক্ত সহিষ্ণু ফসলের চাষ
- কমিউনিটি ভিত্তিক বীজ ভান্ডার তৈরি/ ভাসমান সবজি চাষ/বনায়ন/উন্নত চুলার ব্যবহার/ খাঁচায় মাছ চাষ, ইত্যাদি।

১১.৬ স্থানীয় জনগন কর্তৃক সনাক্তকৃত হিমছড়ি জাতীয় উদ্যান এবং এর ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষয়ক্ষতি এবং সম্ভাব্য অভিযোজন পরিকল্পনা

বর্তমান ব্যবস্থাপনা (Management Situation) / অবস্থা

১. সিএমও এর নাম ঃ **হিমছড়ি সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি**
২. রক্ষিত এলাকার নাম ঃ **হিমছড়ি জাতীয় উদ্যান**
৩. অবস্থান (গ্রাম, ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা) ঃ

সিএমও	গ্রাম	ইউনিয়ন	উপজেলা	জেলা
হিমছড়ি সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি	কলাতলী	পৌরসভা	কক্স: সদর	কক্সবাজার
ঐ	ঝরঝরি পাড়া	ঝিলংজা	কক্স: সদর	কক্সবাজার
ঐ	শুকনা ছড়ি	ঝিলংজা	কক্স: সদর	কক্সবাজার
ঐ	চৌদ্দিগ্রাম	ঝিলংজা	কক্স: সদর	কক্সবাজার
ঐ	বড় ছড়া	ঝিলংজা	কক্স: সদর	কক্সবাজার
ঐ	গৈয়ামতলী	ঝিলংজা	কক্স: সদর	কক্সবাজার
ঐ	মেইট্রাতলী- জেলগেট	ঝিলংজা	কক্স: সদর	কক্সবাজার
ঐ	ফাতেরঘোনা	পৌরসভা	কক্স: সদর	কক্সবাজার
ঐ	লাইট হাউজ পাড়া	পৌরসভা	কক্স: সদর	কক্সবাজার
ঐ	জানারঘোনা	ঝিলংজা	কক্স: সদর	কক্সবাজার
ঐ	সাহিত্যিকা পল্লী	পৌরসভা	কক্স: সদর	কক্সবাজার
ঐ	দক্ষিণ পাহাড়তলী	পৌরসভা	কক্স: সদর	কক্সবাজার
ঐ	বাদশারঘোনা	পৌরসভা	কক্স: সদর	কক্সবাজার
ঐ	ঝিলংজা গীত পল্লী	ঝিলংজা	কক্স: সদর	কক্সবাজার
ঐ	খন্দকার পাড়া	দক্ষিন মিঠাছড়ি	রামু	কক্সবাজার
ঐ	ঘোনার পাড়া	দক্ষিন মিঠাছড়ি	রামু	কক্সবাজার
ঐ	ছড়ার কুল	দক্ষিন মিঠাছড়ি	রামু	কক্সবাজার
ঐ	মোড়ার কাছা	দক্ষিন মিঠাছড়ি	রামু	কক্সবাজার
ঐ	লাহার পাড়া	দক্ষিন মিঠাছড়ি	রামু	কক্সবাজার
ঐ	সাদর পাড়া	দক্ষিন মিঠাছড়ি	রামু	কক্সবাজার
ঐ	চর পাড়া	দক্ষিন মিঠাছড়ি	রামু	কক্সবাজার
ঐ	কাইম্যার ঘোনা	দক্ষিন মিঠাছড়ি	রামু	কক্সবাজার
ঐ	মুম্বুরের চর	দক্ষিন মিঠাছড়ি	রামু	কক্সবাজার

ঐ	করাচি পাড়া	খুনিয়া পালং	রামু	কক্সবাজার
ঐ	দক্ষিণ মংলা পাড়া	খুনিয়া পালং	রামু	কক্সবাজার
ঐ	উত্তর মংলা পাড়া	খুনিয়া পালং	রামু	কক্সবাজার
ঐ	মাঝের পাড়া	খুনিয়া পালং	রামু	কক্সবাজার
ঐ	হিমছড়ি পাড়া	খুনিয়া পালং	রামু	কক্সবাজার
ঐ	উত্তর মহুরী পাড়া	ঝিলংজা	কক্স: সদর	কক্সবাজার
ঐ	দক্ষিণ মহুরী পাড়া	ঝিলংজা	কক্স: সদর	কক্সবাজার
ঐ	আদর্শ গ্রাম	পৌরসভা	কক্স: সদর	কক্সবাজার
ঐ	চাইল্যাতলী সমিতি	দক্ষিন মিঠাছড়ি	রামু	কক্সবাজার
ঐ	পানের ছড়া শিয়া পাড়া	দক্ষিন মিঠাছড়ি	রামু	কক্সবাজার
ঐ	কালা খন্দকার নিজর পাড়া	দক্ষিন মিঠাছড়ি	রামু	কক্সবাজার
ঐ	পুট খালী	ঝিলংজা	কক্স: সদর	কক্সবাজার

৪. জনসংখ্যা ২৯,০৬৬ জন পুরুষ ঃ ১৩,২৮৬ জন নারী ঃ ১৫,৭৮০

৫. শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর শতকরা হার ঃ ২৩.৪০ %

৬. ভূপ্রকৃতি ঃ পাহাড়ী ও সমতল ভূমি

৭. অবকাঠামো (পাকা সড়ক, কাঁচা সড়ক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বেড়ীবাঁধ, আশ্রয় কেন্দ্র, হাট / বাজার ইত্যাদি) ঃ

নাম	বিবরণ	মন্তব্য
পাকা সড়ক	২৫ কিঃ মিঃ	
কাঁচা সড়ক	১০৫ কিঃমিঃ	
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	২৮ টি	
বেড়ীবাঁধ	নাই	
আশ্রয় কেন্দ্র কাম স্কুল	২ টি	
হাট / বাজার	১০ টি	
পুলিশ ফাড়ি/ ষ্টেশন	২ টি	
কিয়াং	৪ টি	

৮. নদ-নদী, ঃ খাল ঃ প্রধান খাল ১টি

প্রধান খাল	অবস্থান	আয়তন
বাকখালী খাল	পানের ছড়া শিয়া পাড়া পার্শ্ব থেকে উত্তর মহুরী পাড়া গ্রামের মধ্য দিয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে	কর্ম এলাকায় দৈঘ্য প্রায় ৩৫ কি.মি

৯. বিল / জলাশয় / হাওড় / বিল (সংখ্যা / এলাকার পরিমাণ) ঃ ২০ টি বিল , ১২০৩ হে:

১০. বনাঞ্চল (বনের ধরন, প্রধান প্রজাতি ও পরিমাণ) ঃ মিশ্র চিরহরিৎ , হিমছড়ি জাতীয় উদ্যান ১৭২৯(হেক্টরপ্রধান প্রজাতিঃ সেগুন, চাপালিশ, ডুমুর, বহেড়া, অর্জুন, ডেউয়া, নরুই, বাশ, বেত, কদম, চাতিম, কাঠাল, বন্য আম, জাম, জামরুল ইত্যাদি।

১১. কৃষি জমি ও উৎপাদিত ফসল ঃ ১৪২৫ একর , ধান, গম, আলু, বেগুন, লাউ, কুমড়া, শশা, সীম, ইত্যাদি

১২. প্রাকৃতিক দূর্যোগ (দূর্যোগের ধরন, সময়কাল ও ক্ষয়ক্ষতি) ঃ

ছক-১ প্রাকৃতিক দুর্যোগের তথ্যাবলী

দুর্যোগ	দুর্যোগের তীব্রতা (খুব বেশী, বেশী, মধ্যম ও কম)	সময়কাল	কতট পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে	প্রাসঙ্গিক তথ্য
খরা	খুব বেশী	আশ্বিন-কার্তিক, ২০১১	২৬৭৫	
ঘুর্নিঝড়	খুব বেশী	জেষ্ঠ-আষাঢ়, ২০০৯-১০	৩৮১৬	
বন্যা	খুব বেশী	আষাঢ়-১৯৮৮, আষাঢ়-২০০৩-০৪	৩৩৮২	
পাহাড় ধস	বেশী	আষাঢ় - শ্রাবন	২৯১৬	
লবণাক্ততা	বেশী	আষাঢ় - শ্রাবন , চৈত্র	১২৪০	

ছক -২ দুর্যোগের মাত্রা নির্ধারণ

দুর্যোগের ধরন	সংকটপূর্ণ	খুব গুর"তর	গুর"তর	গুর"তর নয়	আদৌ কোন ঝুকি নেই
খরা	✓				
ঘুর্নিঝড়	✓				
বন্যা	✓				
পাহাড় ধস		✓			
লবণাক্ততা		✓			

ছক -৩ দুর্যোগের ফলে ক্ষতিগ্রস্ড়খাত নির্ধারন

দুর্যোগের ধরন	কৃষি	মৎস্য	পশুসম্পদ	যোগাযোগ অবকাঠামো (রাস্ড়া/ ঘাট, ব্রীজ/ কালভাট)	অবকাঠামো (বাড়ী/ ঘর/ প্রতিষ্ঠান)	স্বাস্থ্য	শিক্ষা (স্কুল/কলেজ)	জীবিকা	অন্যান্য
খরা	✓	✓	✓			✓	✓	✓	
ঘুর্নিঝড়	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
বন্যা	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
পাহাড় ধস	✓		✓					✓	
লবণাক্ততা	✓	✓	✓			✓		✓	

ছক -৪ অভিযোজনের সম্ভাব্য উপায় বিশেণ্ডষণ

দুর্যোগ/ বিপন্নতার ধরন	অভিযোজনের উপায়	এ ধরনের কাজ করা হয় কিনা	কেন করা হয় না	না করলে কি করতে হবে
খরা	খরার সময় চাষ করা যায় এমন বীজ বের করা	না	তহবিলের অভাব, যথাযথ উদ্যোগের অভাব	অর্থ বারদ্ধ প্রয়োজন, ব্যক্তি উদ্যোগ, ইউনিয়ন পরিষদ এর সাথে যোগাযোগ করা
	সচেতন করা	না	তহবিলের অভাব, যথাযথ উদ্যোগের অভাব	প্রশিক্ষণ উপকরণ, অর্থ বারদ্ধ প্রয়োজন, বেসরকারী সংস্থা, ইউপি এর সাথে যোগাযোগ করা
	গভীর নলকুপ স্থাপন	না	তহবিলের অভাব, যথাযথ উদ্যোগের অভাব	অর্থ বারদ্ধ প্রয়োজন স্থানীয় সরকার বিভাগের সাথে যোগাযোগ করা, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী বিভাগের সাথে সমন্বয় করা
	বিকল্প জীবিকায়ন এর ব্যবস্থা করা	না	তহবিলের অভাব, যথাযথ উদ্যোগের অভাব	অর্থ বারদ্ধ প্রয়োজন, স্থানীয় সরকার, উপজেলা কৃষিবিভাগ, সমবায় এবং যুব উন্নয়ন বিভাগ এবং বেসরকারী সংস্থার সাথে যোগাযোগ করা
ঘুর্নিঝড়	আশ্রয়কেন্দ্র নির্মান	পর্যাপ্ত না	তহবিলের অভাব, যথাযথ উদ্যোগের অভাব	অর্থ বারদ্ধ প্রয়োজন, ত্রাণ ও পূর্ণবাসন বিভাগের সাথে যোগাযোগ করা
	সচেতন করা	না	তহবিলের অভাব, যথাযথ উদ্যোগের অভাব	প্রশিক্ষণ উপকরণ, অর্থ বারদ্ধ প্রয়োজন, বেসরকারী সংস্থা, ইউপি এর সাথে যোগাযোগ করা
	বেড়ী বাঁধ নির্মণ করা	না	তহবিলের অভাব, যথাযথ উদ্যোগের অভাব	সচেতনতা বৃদ্দি এবং ব্যক্তি পর্যায়ে উদ্যোগ বাড়ানো প্রয়োজন
	বিকল্প জীবিকায়ন এর ব্যবস্থা করা	না	তহবিলের অভাব, যথাযথ উদ্যোগের অভাব	আইপ্যাক প্রকল্প, আশা, গ্রামীণব্যাংক, ব্রাক, এর সাথে যোগাযোগ করা, ইউপি এর সহায়তা নেয়া
	গাছ রোপন / বনায়ণ	খুব কম	যথাযথ উদ্যোগের অভাব	উদ্যোগ নেয়া, বন বিভাগ এর সাথে যোগাযোগ করা
বন্যা	বেড়ী বাঁধ নির্মণ করা	না	তহবিলের অভাব, যথাযথ উদ্যোগের অভাব	অর্থ বারদ্ধ প্রয়োজন, পানিউন্নয়ন বোর্ডের সাথে যোগাযোগ করা, স্থানীয় সরকার বিভাগের সাথে যোগা যোগ করা
	জনসচেতনতা সৃষ্টি	না	তহবিলের অভাব, যথাযথ উদ্যোগের অভাব	প্রশিক্ষণ উপকরণ, অর্থ বারদ্ধ প্রয়োজন, বেসরকারী সংস্থা, ইউপি এর সাথে যোগাযোগ করা
	বিকল্প জীবিকায়ন এর ব্যবস্থা করা	না	তহবিলের অভাব, যথাযথ উদ্যোগের অভাব	আইপ্যাক প্রকল্প, আশা, প্রশিকা, গ্রামীণব্যাংক, ব্রাক, হিড বাংলাদেশ এবং আরডিআরএস এর সাথে যোগাযোগ করা, ইউপি এর সহায়তা নেয়া
	বৃক্ষ রোপন	না	তহবিলের অভাব, যথাযথ উদ্যোগের অভাব	সরকারী ভাবে গাছ লাগানোর ব্যবস্থা করা, মানুষ কে সচেতন করা।
পাহাড় ধস	বৃক্ষ রোপন	না	উদ্যোগের অভাব, দারিদ্রতা	সরকারী ভাবে গাছ লাগানোর ব্যবস্থা করা, মানুষ কে সচেতন করা, **পাহড়ের উপর বসবাস নিষিদ্ধ করা**।
	পাহাড় না কাটা	না	উদ্যোগের অভাব	সরকারী ভাবে প্রচারণা এবং আইন প্রয়োগ করা

ছক -৫ সম্ভাব্য অভিযোজন পরিকল্পনা

এলাকার নাম	বিপন্নতার ধরন	অভিযোজনের উপায় সমূহ		প্রয়োজনীয় সম্পদ	মূল্য নির্ধারণ	দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান	মন্তব্য
		স্বল্প মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী				
হিমছড়ি জাতীয় উদ্যান	খরা	গভীর নলকূপ স্থাপন করা-৩৫	গভীর নলকূপ স্থাপন করা-৩৫	অর্থ, লোকবল	১০ লক্ষ	পাউবো, স্থানীয় সরকার, এনজিও , দাতা সংস্থা	
			সচেতন করা	সভা, সেমিনার	১৫ লক্ষ	এনজিও, জিও এবং দাতা সংস্থা	
			গভীর নলকূপ স্থাপন ৩০ টি	অর্থ, লোকবল	৬০ লক্ষ	স্থানীয় সরকার, ডি পি এইচ ই, এনজিও	
		বিকল্প জীবিকায়ন এর ব্যবস্থা করা		অর্থ. প্রশিক্ষণ এবং উপকরণ	১৯০ লক্ষ	এনজিও, জিও এবং দাতা সংস্থা	
	ঘুর্নিঝড়		আশ্রয়কেন্দ্র নির্মান-৩৫টি	অর্থ, লোকবল	৫৫ কোটি	সরকার ও দাতা সংস্থা	
			সচেতন করা	সভা, সেমিনার	১৫লক্ষ	এনজিও, জিও এবং দাতা সংস্থা	
			বেড়ী বাঁধ নির্মণ করা	অর্থ, উপকরণ	৫০ লক্ষ	সরকার ও দাতা সংস্থা	
		বিকল্প জীবিকায়ন এর ব্যবস্থা করা		অর্থ. প্রশিক্ষণ এবং উপকরণ	৮৫ লক্ষ	এনজিও, জিও এবং দাতা সংস্থা	
			গাছ রোপন / বনায়ণ	অর্থ. প্রশিক্ষণ এবং উপকরণ	৫০ লক্ষ	এনজিও, জিও এবং দাতা সংস্থা	
	বন্যা		বেড়ী বাঁধ নির্মণ করা	অর্থ, লোকবল	১কোটি	সরকার ও বেসরকারী সংস্থা	
			জনসচেতনতা সৃষ্টি	অর্থ. প্রশিক্ষণ এবং উপকরণ	৮৫ লক্ষ	এনজিও, জিও এবং দাতা সংস্থা	
		বিকল্প জীবিকায়ন এর ব্যবস্থা করা		অর্থ. প্রশিক্ষণ এবং উপকরণ	৭৫ লক্ষ	এনজিও, জিও এবং দাতা সংস্থা	
			বৃক্ষ রোপন	অর্থ, লোকবল	৭০ লক্ষ	সরকার ও বেসরকারী সংস্থা	
	পাহাড় ধস		সচেতন করা	অর্থ, লোকবল	১৫ লক্ষ	এনজিও, জিও এবং দাতা সংস্থা	
		পাহাড় না কাটা		লোকবল	-----	স্ব - উদ্যোগ	

পঞ্চ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (সম্ভাব্য)
হিমছড়ি জাতীয় উদ্যান সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি
(জুলাই' ২০১০ - জুন' ২০১৫)

ক্রম:		কৌশলগত কার্যক্রম	একক	লক্ষ্যমাত্রা	ব্যয় /একক ('০০০ টাকা)	মোট ব্যয় ('০০০ টাকা)	সম্পদ / তহবিলের উৎস			মন্তব্য
							আইপ্যাক/ অন্যান্য	এফ ডি	সি এম সি	
১		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	*০*	***আবাসস্থল সংরক্ষণ কার্যক্রম***								
১	১	সহ-ব্যবস্থাপনা পরিষদ সভা	সংখ্যা	১০	৩০	৩০০	√	-	√	
১	২	সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি সভা	সংখ্যা	৬০	৫	৩০০	√	-	√	
১	৩	যৌথ পেট্রলিং দলের মাসিক সভা (৫ টি দল, সদস্য সংখ্যা ৭৩)	সংখ্যা	৩০০	২	৬০০	√	-	√	
১	৪	গ্রাম সংরক্ষণ দলের সভা (৩৫ টি)	সংখ্যা	২১০০	.৫	১০৫০	√	-	√	
১	৫	পিপলস ফোরামের ত্রৈমাসিক সভা (সদস্য সংখ্যা ৭০)	সংখ্যা	২০	২০	৪০০	√	-	√	
১	৬	বন সংরক্ষণ ক্লাবের সাথে সভা (দুই মাসে একবার) (২ টি)	সংখ্যা	৬০	১	৬০	√	-	√	
১	৭	যৌথ পেট্রলিং দলের পেট্রলিং উপকরণ সহায়তা (ছাতা, লাঠি, বাঁশী ৭৩ জনকে ২বার) (পোষাক, জঙ্গল বুট, টচ লাইট ৭৩ জনকে ১বার)	সংখ্যা	১৪৬	৩	৪৩৮	√	-	-	
১	৮	পেট্রোলিং দলের সদস্য আহত হলে চিকিৎসা ব্যয়	সাকুল্যে	০	-	১২০	√	-	√	
১	৯	বন টহল দলের সদস্যদের আপদকালীন সহায়তা	সাকুল্যে	০	-	১২০	√	-	√	
১	১০	বন্যপ্রাণী আহত হলে চিকিৎসা ব্যয়	সাকুল্যে	০	-	১৫০	√	√	√	
১	১১	বন সম্পর্কিত দ্বন্দ নিরসন সভা (প্রয়োজন হলে)	সাকুল্যে	০	-	৫০	√	-	√	
১ এর মোট						**৩,৫৮৮.০০**				

ক্রম:		কৌশলগত কার্যক্রম	একক	লক্ষ্যমাত্রা	ব্যয় /একক ('০০০ টাকা)	মোট ব্যয় ('০০০ টাকা)	সম্পদ / তহবিলের উৎস			মন্তব্য
							আইপ্যাক/ অন্যান্য	এফ ডি	সি এম সি	
১		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২	০	*সচেতনতামূলক সভা ও সমাবেশ/কার্যক্রম ঃ*								
২	১	সিএমসি'র সাথে স্থানীয় সুশীল সমাজের মতবিনিময় সভা	সংখ্যা	১০	১০	১০০	√	-	√	
২	২	বন থেকে অবৈধ বৃক্ষ নিধন, কাঠ চুরি, বন ভূমি দখল, বনে আগুন দেয়া ও বনকে অবৈধ চারণ ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার বন্ধে গ্রাম পর্যায়ে সচেতনতামূলক সভা	সংখ্যা	২০	৩	৬০	√	-	√	
২	৩	সংরক্ষণ কার্যক্রমের জন্য পুরষ্কার/প্রেষণা: ১) বন বিভাগ, সিএমসি সদস্য, যৌথ পেট্রলিং দলের সদস্য, বাফার বাগানের উপকারভোগী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য	সংখ্যা	২৫	৫	১২৫	√	√	√	
২	৪	বাফার বাগন উপকারীভোগীদের দায়-দায়ীত্ব বিষয়ক সচেতনতামূলক সভা (৫ টি বিট)	সংখ্যা	৫০	১	৫০	√	-	√	
২	৫	স্থানীয় জনগণ/কর্তৃপক্ষের অংশগ্রহণে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সচেতনতামূলক মতবিনিময় সভা	সংখ্যা	৫	১	৫	√	-	√	
২	৬	বাস-জীপ-ট্রাক টেম্পু-টমটম ড্রাইভার/মালিকদের সাথে বন থেকে অবৈধভাবে লাকড়ি ও গাছ/কাঠ পরিবনহন বন্ধে মতবিনিময় সভা	সংখ্যা	৫	৫	২৫	√	-	√	
২	৭	উন্নত চুলা (বন্ধু চুলা) সম্পসারণ/ব্যবহার বিষয়ক সচেতনতামূলক সভা	সংখ্যা	১০	৩	৩০	√	-	√	
২	৮	পরিবেশ, জীববৈচিত্র সংরক্ষণ বিষয়ক সচেতনতামুলক সভা	সংখ্যা	১০	৫	৫০	√	-	√	
২	৯	পরিবেশ, জীববৈচিত্র সংরক্ষণ বিষয়ক গণ নাটক,গণ সঙ্গীত পরিবেশণা	সংখ্যা	১০	১২	১২০	√		√	
২	১০	বিভিন্ন ধর্মীয় নেতা/ঈমামদের সাথে সচেতনতামূলক কর্মসূচী/সভা	সংখ্যা	৫	৪	২০	√		√	
২	১১	পরিবেশ সংরক্ষণে উদ্যোগী বেসরকারী উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সাথে সমন্বয় করে কার্যক্রম গ্রহণ	সাকুল্যে	০	-	২০	√	-	√	

ক্রম:		কৌশলগত কার্যক্রম	একক	লক্ষ্যমাত্রা	ব্যয় /একক ('০০০ টাকা)	মোট ব্যয় ('০০০ টাকা)	সম্পদ / তহবিলের উৎস			মন্তব্য
							আইপ্যাক/ অন্যান্য	এফ ডি	সি এম সি	
১		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২	১২	পরিবেশ ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণে বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সংরক্ষণ কার্যক্রম টেকসইকরণ (বন্ধু চুলা) বিষয়ক বিভিন্ন প্রকল্প প্রস্ড়াবনা তৈরী, প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্ড়বায়ন	সংখ্যা	০	-	১৫	√	-	√	
২ এর মোট						**৬২০**				
৩	*০*	***বিভিন্ন দিবস উদযাপন ঃ***								
৩	১	জাতীয় দিবস	সংখ্যা	১৫	৫	৭৫	√		√	
৩	২	পরিবেশ দিবস	সংখ্যা	৫	৫	২৫	√		√	
৩	৩	সহ-ব্যবস্থাপনা দিবস পালন	সংখ্যা	৫	৫	২৫	√		√	
৩	৪	ধরিত্রী দিবস উদযাপন	সংখ্যা	৫	২	২৫	√		√	
৩	৫	পানি দিবস	সংখ্যা	৫	৫	২৫	√		√	
৩ এর মোট						১৭৫.০০				
৪	*০*	***মূল অঞ্চল ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম***								
৪	১	ফলের বাগান সৃজন	হেক্টর	৫০	৩০	১৫০০		√		
৪	২	ঔষধী গাছের বাগান সৃজন	হেক্টর	২৫	৩০	৭৫০		√		
৪	৩	ক্লিনিং ,কপিচ ব্যবস্থাপনা, মোথা কাটিং, গ্রেডিং, গত বছরের বাফার বাগান ব্যবস্থাপনা	হেক্টর	১০০	১২	১২০০		√		
৪	৪	আগুন নির্বাপণি প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয়/ব্যবস্থাপনা	সাকুল্যে			১০০		√		
৪	৫	বন্যপ্রাণী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠির জন্য জলাধার সংস্কার/ছড়া	সংখ্যা	৫	১০০	৫০০	√	√		
৪ এর মোট						**৪,০৫০.০০**				
৫	*০*	***ল্যান্ডস্কেপ অঞ্চল ব্যবস্থাপনা***								

ক্রম:		কৌশলগত কার্যক্রম	একক	লক্ষ্যমাত্রা	ব্যয় /একক ('০০০ টাকা)	মোট ব্যয় ('০০০ টাকা)	সম্পদ / তহবিলের উৎস			মন্তব্য
							আইপ্যাক/ অন্যান্য	এফ ডি	সি এম সি	
১		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৫	১	বাগান ও প্রাকৃতিক বন ব্যবস্থাপনা ২০১০-২০১১ সালের বাফার বাগান উত্তোলণ	হেক্টর							
৫	২	চেইন্দা হতে হিমছড়ি পর্যন্ড় রাস্থা মেরামত	কি:মি:	৩	৩০০	৯০০	√		√	
৫	৩	উলেখিত রাস্ড়া মেরামত (২য় বছর)	কি:মি:	৩	১০০	৩০০	√		√	
৫	৪	ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় কালভার্ট/ ব্রীজ নির্মাণ	সংখ্যা	৫	১০০	৫০০	√	√	√	
৫	৫	ইকো-কটেজ স্থাপন	সংখ্যা	২	৫০	১০০	√	-	√	
৫	৬	টুরিষ্ট স্প তৈরী	সংখ্যা	২	৩০	৬০	√	√	√	
৫	৭	ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় নলকুপ স্থাপন	সংখ্যা	১০	৪০	৪০০	√	√	√	
৫ এর মোট						২২৬০.০০				
৬	*০*	***জীবিকায়ন কর্মসূচী সুনির্দিষ্টকরণ***								
৬	১	বন টহল দলের সদস্যদের জন্য গর" মোটাতাজাকরণ/ বিকল্প কর্ম সংস্থান	সংখ্যা				√		√	
৬	২	মাছ চাষ		২০০	৮	১৬০০				
৬	৩	কৃষি		৫০	৩	১৫০				
৬	৪	বসতভীটায় সবজি চাষ		৫০০	১	৫০০				
৬	৫	সেলাই প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহযোগিতা		৫০	৫	২৫০০				
৬	৬	বাঁশ বেতের কাজ		১০০	৩	৩০০				
৬	৭	নার্সারী স্থাপন		১০	১০	১০০				
৬	৮	হাঁস-মুরগী পালন		১০০	১	১০০				
৬	৯	বাঁশের নার্সারী স্থাপন		৫	৫	২৫				
৬ এর						৫,৩৭৫.০০				

ক্রম:		কৌশলগত কার্যক্রম	একক	লক্ষ্যমাত্রা	ব্যয় /একক ('০০০ টাকা)	মোট ব্যয় ('০০০ টাকা)	সম্পদ / তহবিলের উৎস			মন্তব্য
							আইপ্যাক/ অন্যান্য	এফ ডি	সি এম সি	
১		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
মোট										
৭	০	*সুযোগ-সুবিধা উন্নয়ন কার্যক্রম*								
৭	১	রেঞ্জ কর্মকর্তার অফিসের সাথে যোগাযোগের জন্য ছয়টি মোবাইল	সাকুল্যে	৫	৫	২৫				
৭	২	টহল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহন (পিকআপ)ক্রয়	সংখ্যা	১	১,৫০০	১,৫০০	√	√	-	
৭	৩	টহল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিভিন্ন গুর"ত্বপূর্ণ স্থানে সেড নির্মাণ	সংখ্যা	৫	২০	১০০	√	√	√	
৭	৪	ডিজিটাল ক্যামেরা ক্রয়	সংখ্যা	১	১০	১০	√	-	√	
৭	৫	ইন্টারনেট মডেম ক্রয়	সংখ্যা	১	৩	৩	√	√	-	
৭	৬	অফিস সরঞ্জাম	সাকুল্যে	০	-	১০০	-	√	-	
৭ এর মোট						১,৭৩৮.০০				
৮	০	*দর্শনার্থী ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম*								
৮	১	নেচার ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টার স্থাপন	সংখ্যা	১	১০০০০	১০০০০	√	-	√	
৮	২	তথ্যকেন্দ্র সংস্কার/উন্নয়ন	সংখ্যা							
৮	৩	প্রধান গেইট সংলগ্ন টিকিট কাউন্টার নির্মাণ	সংখ্যা	১	৫০	৫০	√	-	√	
৮	৪	হিমছড়ি প্রবেশ পথে স্থায়ী গেইট নির্মাণ	সংখ্যা	১	২৫০	২৫০	√	-	√	
৮	৫	পার্কের ভিতরে বিধিনিষেধ সম্বলিত সাইন বোর্ড	সংখ্যা	১০	৫	৫০	√	-	√	
৮	৬	ট্রেইলে দিক নির্দেশক স্থাপন	সংখ্যা	২	০.৫	১০	√	-	√	
৮	৭	পুরাতন সাইনবোর্ড সংস্কার ও রং করা	সংখ্যা	৫	২	১০	√		√	

ক্রম:		কৌশলগত কার্যক্রম	একক	লক্ষ্যমাত্রা	ব্যয় /একক ('০০০ টাকা)	মোট ব্যয় ('০০০ টাকা)	সম্পদ / তহবিলের উৎস			মন্তব্য
							আইপ্যাক/ অন্যান্য	এফ ডি	সি এম সি	
১		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৮	৮	নেচার ট্রেইল এ প্রাকৃতিক ছড়ার উপর কাঠের ব্রীজ সংস্কার ও নির্মাণ	সংখ্যা	৫	২৫	১২৫	√	-	√	
৮	৯									
৮	১০	ন্যাচার ট্রেইল সংস্কার/উন্নয়ন (৫বছরে ২বার)	সংখ্যা	২	৪০	৮০	√	-	√	
৮	১১	নতুন পিকনিক স্পট নির্মাণ	সংখ্যা	১	১০০	১০০	√	-	√	
৮	১২	ইকো-গাইডদের জন্য ইংরেজী ভাষা শিক্ষা ও রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ	সাকুল্যে	৫	২০	১০০	√	-	-	
৮	১৩	ট্রেইলে পরিবেশ বান্ধব গোলঘর স্থাপন	সংখ্যা	৬	২০	১২০	√	-	√	
৮	১৪	প্রয়োজনীয় ট্র্যাশ ক্যান স্থাপন	সংখ্যা	২০	১	২০	√	-	√	
৮	১৫	স্টুডেন্ট ডরমেটরি চালু করণ	সাকুল্যে							
৮	১৬	পর্যটকদের জন্য ওয়াচ টাওয়ার তৈরী (ঝিলংজা)	সংখ্যা	১	১,০০০.০০	১,০০০.০০	√	-	√	
৮	১৭	স্টুডেন্ট ডরমেটরি পাশে লেক তৈরী	সংখ্যা							
৮	১৮	প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে প্রতিটি কার্যক্রম প্রচার	সাকুল্যে	০	-	১০০	√	-	√	
৮	১৯	পার্কিং স্থান সম্প্রসারণ	সংখ্যা	১	৫০	৫০	-	-	-	
৮	২০	হাইকিং ট্রেইলে বসার বেঞ্চ তৈরী	সংখ্যা	৫	৫	২৫	√	-	√	
৮	২১	উদ্যানে পিকনিক স্পট, মসজিদ ও টুরিস্ট সপে পানি সরবরাহের জন্য গভীর নলকূপ স্থাপ	সাকুল্যে	১	৫০	৫০	√	-	-	
৮	২২	শিশুদের পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষা উপকরণসহ/চিত্ত বিনোদনের জন্য শিশু কর্ণার তৈরী	সংখ্যা	১	৫০০	৫০০	√	-	√	
৮	২৩	টয়লেট তৈরী	সংখ্যা	৫	২০.০০	১০০	√		√	
৮	২৪	প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ ও বেতন প্রদান (৫ বছর) প্রতি মাসে ৫ জন	সংখ্যা	২৫	৫	১২৫	√	-	√	

ক্রম:		কৌশলগত কার্যক্রম	একক	লক্ষ্যমাত্রা	ব্যয় /একক ('০০০ টাকা)	মোট ব্যয় ('০০০ টাকা)	সম্পদ / তহবিলের উৎস			মন্তব্য
							আইপ্যাক/ অন্যান্য	এফ ডি	সি এম সি	
১		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৮	২৫	যাতায়াত ভাতা	সাকুল্যে	০	-	১০০				
৮ এর মোট						১২,৯৬৫.০০				
৯	*০*	***গবেষণা, পরিবীক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম***								
৯	১	জীব ও গাছের ইনভেন্টরী ও গাছের গায়ে নামাংকৃত পেইট স্থাপন	সাকুল্যে	০	-	১০০	√	√	-	
৯	২	সি এম সি ও বন কর্মকর্তাদের ক্রস ভিজিট	সাকুল্যে	০	-	২০০	√	√	√	
৯	৩	জীববৈচিত্র্যের স্বাস্থ্য পরিবীক্ষণ	সাকুল্যে	০	-	১০০	√	√	-	
৯	৪	আর্থ-সামাজিক অবস্থা পরিবীক্ষণ	সাকুল্যে	০	-	১০০	√			
৯	৫	বিদেশে শিক্ষা সফর (ফরেস্ট রেঞ্জার, ফরেষ্টার ও সিএমসি সদস্য)	সাকুল্যে	০	-	৫০০	√	-	-	
৯	৬	প্রশিক্ষণ (বাংলাদেশে)- এসিএফ, ফরেস্ট রেঞ্জার, ডেপুটি ফরেস্ট রেঞ্জার, ফরেস্টার, ফরেস্ট গার্ড, সিএমসি সদস্য, এনজিও স্টাফ	সংখ্যা	২	৫০	১০০	√	√	-	
৯	৭	প্রশিক্ষণ (বাংলাদেশে)- গ্রাম সংরক্ষণ দল/ পরিষদ/কমিটি	সংখ্যা	৪	২৫	১০০	√	-	-	
৯	৮	শিক্ষা সফর-গ্রাম সংরক্ষণ দল, পিপলস ফোরাম, সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল, সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি (দেশে)	সংখ্যা	২	৫০	১০০	√	-	-	
৯ এর মোট						**১,৩০০.০০**				
১০	*০*	***বিবিধ/ক্রয়***								
১০	১	ষ্টেশনারী ক্রয় (কাগজ, ফাইলপত্র, অন্যান্য)	সাকুল্যে	০	-	২০	-	-	√	

ক্রম:		কৌশলগত কার্যক্রম	একক	লক্ষ্যমাত্রা	ব্যয় /একক ('০০০ টাকা)	মোট ব্যয় ('০০০ টাকা)	সম্পদ / তহবিলের উৎস			মন্তব্য
							আইপ্যাক/ অন্যান্য	এফ ডি	সি এম সি	
১		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১০	২	সি.এম.সি-র হিসাব অডিটিং	সংখ্যা	৩	১৫	৪৫	-	-	√	
১০	৩	কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি মেরামত ও ক্রয়	সাকুল্যে	০	-	১৫	-	-	√	
১০	৪	আপ্যায়ন	সাকুল্যে	০	-	২০				
১০	৫	ফাইল ক্যাবিনেট ক্রয়	সংখ্যা	১	১০	১০	-	-	√	
১০ এর মোট						১১০.০০				
সর্বমোট						**৩২,১৮১.০০**				